নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

সারে-জমিন

গ্রেফতার অজিত, ধৃত আইএসএফ নেত্রীও

রূপসী বাংলা

যুদ্ধ যেন নতুন স্বাভাবিক বিষয়

সম্পাদকীয়

সিউড়িতে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান

সাধারণ

ভারত পাক ম্যাচের টিকিটের জন্য এখনই হাহাকার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৩ ফাল্গুন ১৪৩০
১৫ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 55 ■ Daily APONZONE ■ 26 February 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে মমতাকে ফোন লালু ও অখিলেশের

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের এখন লক্ষ্য মত পার্থক্য ভুলে কীভাবে সব বিজেপি বিরোধী দলকে এক মঞ্চে নিয়ে আসা। তারই প্রথম পেদক্ষেপ হিসেবে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের আসন রফার ঘোষণা দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের জন্য। এরপরই আসরে নামে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি কে কোন আসনে লড়ছে তাই জানিয়ে দেয়। এর পর ইন্ডিয়া জোটকে আরও শক্তিশালী করতে এবার ময়দানে নামলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি পার্টির প্রধান মুখ লালু প্রসাদ যাদব। তার সঙ্গে সাথ দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবও। তারা দুজনেই চাইছেন পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হোক। যদিও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে সমঝোতার রাস্তাটা অনেকটাই কণ্টকময়। কারণ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরি ও তৃণমূল কংগ্রেস দুই মেরুতে অবস্থান করছে। চলতি মাসের গোড়ায় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যখন বাংলায় গেল, তখন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলায় তাঁর দল একাই চলবে। সেখানেই থেমে থাকেননি মমতা। তিনি আরও বলেন, সারা দেশে কংগ্রেস ৪০টি আসন পেয়ে দেখাক। তৃণমূল জানিয়ে দেয়, তারা লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে একাই লড়বে। এরপরই তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক আরও তিক্ততার জায়গায় পৌঁছয়। অধীর চৌধুরি সরাসরি মমতাকে বহরমপুরে তাকে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানালেও কংগ্রেসের একটি অংশ তৃণমূলের সঙ্গে জোট করার জন্য কিছু প্রস্তাব দেয়া হয় তাতে বাংলায় ছটি আসন দাবি করা হয়। কিন্তু তৃণমূল মাত্র দুটি আসন ছাড়ার ব্যাপারে অনড় থাকায় জোটের সম্ভাবনা কমতে থাকে। তার উপর শনিবার অধীর জানিয়ে দেন প্রদেশ কংগ্রেস এ রাজ্যে তৃণমূল নয়, সিপিএমের সঙ্গে জোট করতে চায়। ফলে ভোট ভাগের সুবিধা পাওয়া সম্ভাবনা থেকে যায়, যাতে লাভবান হতে পারে বিজেপি। সেই বিষয়টি বোধহয় অনুধাবন করে মমতাকে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে রাজি করাতে উদ্যোগ নিলেন লালু প্রসাদ যাদব ও অখিলেশ যাদব। যেভাবে অন্য রাজ্যে আপ ও সপার সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হয়েছে সেই পথেই মমতাকে জোটের পথে এগোতে ফোন করেন লালু ও অখিলেশ। এ প্রসঙ্গে যদিও তৃণমূলের তরফে কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

১০ই মার্চ তৃণমূলের জনগর্জন সভা ব্রিগেডে

আপনজন ডেস্ক: রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক সমাবেশের দিন নির্ধারণ করেছে, যা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলের প্রচারের সূচনা করবে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের স্লোগান ‘খেলা হবে’ সহ ১০ মার্চের জনগর্জন সভার করা ঘোষণা করেন রবিবার। এদিন সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, ১০ মার্চ বিজেপির জনবিরোধী নেতাদের এবং বাংলার বিরোধিতাকারীদের ট্রেলার হবে। নির্বাচনের সময় ছবিটি মুক্তি পাবে। দু’বছর ধরে বাংলাকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। তারা দুই আর্থিক বছরের জন্য তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য কোনও রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি। বিজেপি নেতারা যদি একটি প্রমাণ দিতে পারেন যে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পরপর দু’বছর টাকা দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।

দু’বছর ধরে বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১০ মার্চ বিজেপির জনবিরোধী নেতাদের এবং বাংলার বিরোধিতাকারীদের ট্রেলার হবে। অভিষেক বলেন, অন্য কোনও রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি। বিজেপি নেতারা যদি একটি প্রমাণ দিতে পারেন যে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পরপর দু’বছর টাকা দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। তিনি আরও বলেন, ২০১৪-১৯ সালের মধ্যে ৩৪ জন তৃণমূল সাংসদ ছিলেন, বাংলায় কোনও টাকা ঢোকানো বন্ধ হয়নি। ২০১৯ সালে বিজেপি থেকে ১৮ জন সাংসদ বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তহবিল বন্ধ করে

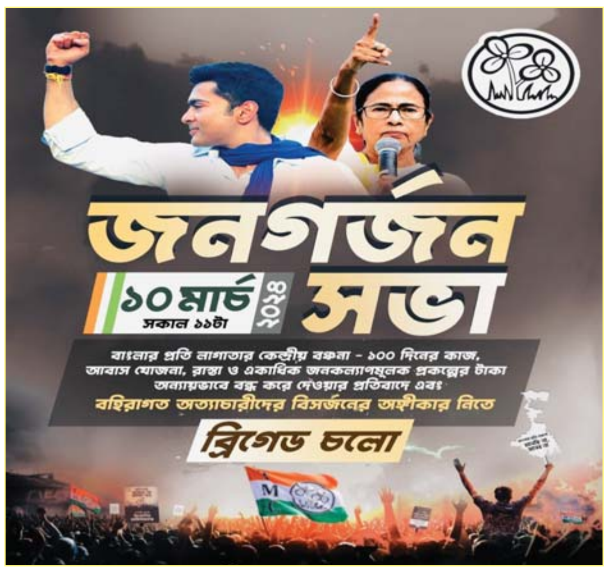

দেওয়া হয়েছিল। এজন্য আমরা তাদের বহিরাগত বলি।

গত অক্টোবরে একই ইস্যুতে রাজভবনের বাইরে ধর্না দিয়েছিলেন অভিষেক। কেন্দ্র বাংলার জন্য টাকা না দেওয়া নিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করার পরিকল্পনা ছিল অভিষেকের। অভিষেকের ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার কথায়, চলতি মাসের গোড়ায় মমতা দিদি ধর্না শুরু করার পর নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে ১০ মার্চের ব্রিগেড সমাবেশ সকাল ১১টায় ডাকা হয়েছে, কারণ ভারতের নির্বাচন কমিশন একই দিনে লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে।

ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে ৩ মার্চ বাংলায় আসবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ইতিমধ্যেই বাংলার জন্য ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১ মার্চ হুগলির আরামবাগ, ২ মার্চ কৃষ্ণনগর এবং ৬ মার্চ বারাসত থেকে বাংলায় মোদির তিনটি জনসভার মধ্যে নিবর্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের বাংলায় সফর হবে।

এ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, বিধানসভা ভোটের পর গত আড়াই বছরে প্রধানমন্ত্রী কি তিনটি কেন্দ্রের মানুষের জন্য একবারও সভা করেছেন, যেখানে তিনি জনসভা করবেন? যে কোনও সঙ্কটের সময় রাস্তায় নেমেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূল ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল ২১ জুলাই কলকাতার কেন্দ্রস্থলে বার্ষিক সমাবেশ। ২০১১ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর ২১ জুলাইয়ের জনসভা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থানান্তরিত করেন মমতা। ২০১৯ সালের ২০ জানুয়ারি বিজেপিকে হটাতে দেশের ২৩টি দলের ২৫ জন নেতার উপস্থিতিতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একটি সমাবেশ করেছিলেন মমতা। সেই বৈঠকে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ নেতা এখন ইন্ডিয়া জোটের অংশ।

বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও স্লোগান অখিলেশ-রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: রবিবার আগ্রায় রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব।গত সপ্তাহে সপা ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হওয়ার পর যাত্রায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন সপা সভাপতি। এই যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও। রাহুল গান্ধি এবং অখিলেশ যাদব একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট উপস্থাপনের সময় তিনজনই আগ্রায় জড়ো হওয়া জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

অখিলেশ যাদব বলেন, আগামী দিনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে বাঁচানো, ড. বি আর আম্বেদকরের স্বপ্নকে পূরণ করা, যা বিজেপি ধ্বংস করেছে। তাই এখন চাই বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও।

এই উপলক্ষ্যে অখিলেশ যাদব রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ও জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

রাহুলকে নিয়ে অখিলেশ বলেন, আপনি (রাহুল গান্ধি) আপনার যাত্রায় ভালবাসা ছড়িয়ে দিন। আমি খুশি যে রাহুল গান্ধি যে তার প্রেমের দোকান শুরু করেছিলেন, সেই ভালবাসা এখন আগ্রায় পৌঁছেছে, আগ্রা ভালবাসার শহর, তাই এখান থেকে ভালবাসা সংগ্রহ করুন এবং আপনার যাত্রার সময় এটি ছড়িয়ে দিন। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দেওয়ার পরে কংগ্রেস বলেছে, ইন্ডিয়া জোট “জনবন্ধন” সংগঠিত করেছে। এখন দেশের “অন্ধকার” দূর করতে প্রস্তুত।

এদিন রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা তার ৪৩ তম দিনে আবার শুরু হয়েছে। শনিবার বুলন্দ শহরের পিন্ডারওয়ালে বিশ্রাম নেওয়ার পর রবিবার সকাল ১০টায় আবার যাত্রা শুরু হয়। কনভয় ছাড়ার আগে পুলিশ প্রশাসন ও কংগ্রেস দলের কর্মীরা বিশেষ প্রস্তুতি নেয়। অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশের প্রথম বিরোধী নেতাদের মধ্যে একজন যিনি রাহুল গান্ধির যাত্রায় যোগ দেন যা মার্চ পর্যন্ত চলবে।

গত সপ্তাহের গোড়ায় অখিলেশ যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির ১৭ আসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার ফলে জোট নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটে। গান্ধি এবং যাদবের একত্রিত হওয়ার ফলে যাত্রায় তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। আসন-ভাগাভাগি চুক্তিতে সিলমোহর দেওয়ায় ইন্ডিয়া জোটের প্রতি তাদের উৎসাহ বেড়েছে। শনিবার দিল্লি, গুজরাট, গোয়া ও হরিয়ানার লোকসভা আসনের জন্য আসন সমঝোতা করলেও রাজ্যের ‘বিশেষ পরিস্থিতি’ বিবেচনায় পঞ্জাবে পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সমঝোতার পর ইন্ডিয়া জোটের ১২৫টি আসনের আসন সমন্বয় চূড়ান্ত করেছে কংগ্রেস। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে ইন্ডিয়া কাজ করতে হবে বলে এখনও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ একটি পোস্টে লিখেছেন, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং অখিলেশ যাদবকে স্বাগত জানাতে আগ্রায় বিপুল উৎসাহী জনতা জড়ো হয়েছিল। আগ্রার কেন্দ্রস্থলে ঐতিহাসিক রোড শো করার আগে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন নেতারা।

রমেশ বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোটের জনবন্ধন ঐক্যবদ্ধ যা কেন্দ্রে বিজেপি শাসনামলের দেশের অন্ধকার দূর করতে প্রস্তুত।

হরিয়ানায় চৌতালার দলের রাজ্য সভাপতি নিহত দুষ্কৃতীর গুলিতে

আপনজন ডেস্ক: হরিয়ানায় ওমপ্রকাশ চৌতালার দল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক নাফে সিং রাঠিকে গুলি করে হত্যা করল অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা। তার সাথে ভ্রমণকারী আরও দু’জনও মারা গেছেন এবং আরও দু’জন গুরুতর আহত হয়েছেন। রাঠি ও তার সহযোগীরা গাড়ির ভিতরে ছিলেন যখন একটি গাড়িতে আসা ব্যক্তিরা গুলি চালায়। হামলার পর হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আহতদের তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী ব্রহ্ম শক্তি সঞ্জীবনী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাক্তন বিধায়ককে মৃত ঘোষণা করা হয়।

আইএনএলডির মিডিয়া সেলের প্রধান রাকেশ সিহাগ গুলির লড়াইয়ে নাফে সিং রাঠির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

নাফে সিং রাঠি বাহাদুরগড় থেকে আইএনএলডির বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যেখানে হামলা হয়েছিল। মর্মান্তিক এই হামলার পর রাজ্য পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। বেশ কয়েকটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে একত্রিত হয়েছে এবং হামলার আশেপাশের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করছে। কর্তৃপক্ষ আশপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে হামলাকারীর আগমনের পথ এবং তাদের পরবর্তী পালানোর পথ নির্ধারণ করছে। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী কালা জাঠেদি এই হামলার পিছনে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই হামলা। নাফে সিং রাঠির একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক পটভূমি রয়েছে, যিনি হরিয়ানা বিধানসভায় দু’বার বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি হরিয়ানা প্রাক্তন বিধায়ক সমিতির রাজ্য সভাপতিও ছিলেন। রাঠি একবার রোহতক আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত ছিলেন। তিনি দু’বার বাহাদুরগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

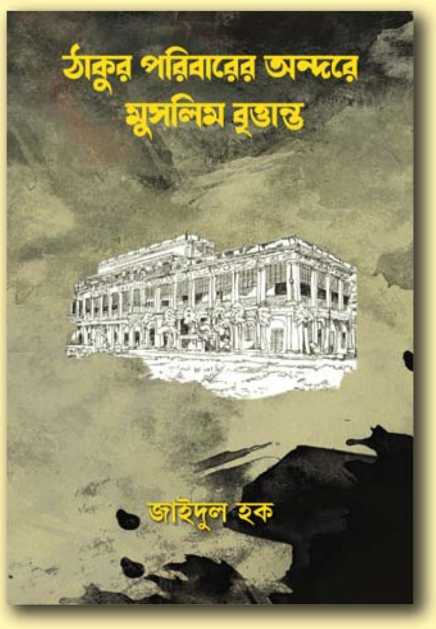

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর–পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬

ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাঙ্গ ফকিরের

জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

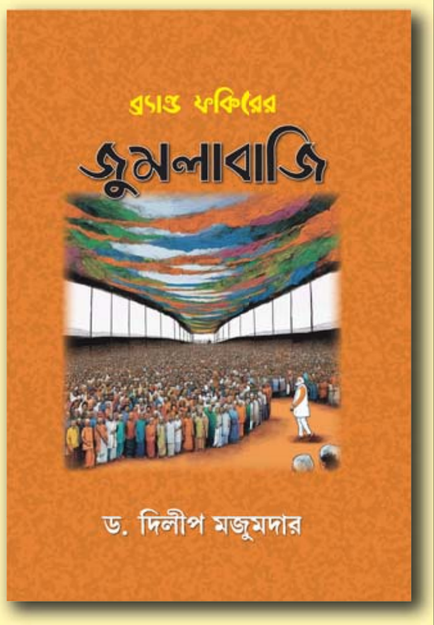

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা

৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট

ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

স্বপ্ন পূরণের সঠিক ঠিকানা

ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নকে সফল করে তোলে

R.H ACADEMY

Coaching Institute of Medical & Engineering

নিট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচের কোচিং এর জন্য ভর্তি চলিতেছে

ছাত্রদের পড়াশোনা, থাকা ও খাওয়ার জন্য হোস্টেলের সুব্যবস্থা রয়েছে

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন

CALL US : 9073758397

KAZIPARA, BARASAT , KOLKATA - 700124

প্রথম নজর

সাংসদ তহবিল থেকে রাস্তার শিলান্যাস

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাংসদ তহবিল থেকে ঢালাই রাস্তা তৈরির শিলান্যাস করলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। রবিবার সাগরদিঘী ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চামুন্ডা ঈদগাহ্ ময়দান থেকে লালগড়িয়া কবরস্থানের পুকুরপাড় পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা তৈরির শিলান্যাস করেন সাংসদ।
প্রায় ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা তৈরি হবে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ ইতি সাহা প্রমুখ।

চল্লিশটি বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য মাড়গ্রামে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ২০২৪ এর লোকসভা যখন এগিয়ে আসছে তখন জেলার বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার হচ্ছে বোমা। যা নিয়ে সমস্ত মহলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। সেরূপ রবিবার সকালে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বোমা মজুদকৃত জায়গার সামনে পৌঁছে যান।
বীরভূমে প্রচুর পরিমাণে বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে জনমানসে। বোলপুরের পর আজ মাড়গ্রাম থানা এলাকার লাপাড়ায় আখ ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি ড্রাম ও চারটি ব্যাগ থেকে প্রায় ৪০টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।
ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা মজুদকৃত জায়গাটি ঘিরে ফেলে। পাশাপাশি পুলিশ বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেয়। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। বোমা গুলি কে বা কারা এবং কি উদ্দেশ্যে মজুদ করে রেখেছিল তা ইতিমধ্যে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন বলে জানা যায়।

২৮ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের জঙ্গলমহল সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে সরকারী তিনটি জনসভা ও পরিষেবা প্রদান কর্মসূচী রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তার আগেই বাঁকুড়ার সার্কিট হাউস সংলগ্ন বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে হল হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান। প্রশাসন সূত্রে খবর, ২৭ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়ায় পৌঁছাবেন। সেখানে সরকারি সভা করে ওইদিনই সেখান থেকে তিনি বাঁকুড়ায় আসবেন। বাঁকুড়া শহরের সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করে পরের দিন বাঁকুড়ার খাতড়ায় খড়বন মাঠে সরকারি সভায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভা থেকে সবুজসাথী,খাদ্য সাথী, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী,যুবশ্রী,মানবিক সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন। উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন একাধিক প্রকল্পের। বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। সেই কারণেই রবিবার বাঁকুড়া সার্কিট হাউস সংলগ্ন স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে প্রত্যাশায় বুক বাঁধছে জঙ্গলমহলবাসী। লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের জঙ্গলমহলে এসে মুখ্যমন্ত্রী কি বার্তা দেয় সেদিকেই তাকিয়ে এখন সব মহল।

টাকি সংস্কৃতি মঞ্চে হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের রাজ্য হজ্ব কমিটির ব্যবস্থাপনায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের টাকি সংস্কৃতি মঞ্চে এ বছর জেলার দ্বিতীয় হজ্ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। উক্ত শিবিরে পাঁচ শতাধিক হাজী-হাজ্জীনদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় হজযাত্রীদের কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়, তার উপর আলোকপাত করেন হজ প্রশিক্ষকরা। মদিনাতুল হুজ্জাজ থেকে মক্কা পৌঁছনো পর্যন্ত প্রত্যেক হজযাত্রীকে কী করতে হবে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। উক্ত শিবিরে হজ্ব আধিকারিক আয়ুব আলী বিভিন্ন নথিপত্র তুলে ধরেন। হজ প্রশিক্ষণ দেন মাওলানা আক্তার বাদানি। তিনি প্রজেক্টরের মাধ্যমে মক্কা এবং মদিনায় হাজিদের কী করণীয় তার উপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। হজের পাঁচদিন কী কী করতে হবে প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরেন। আরাফাতের ময়দান, মিনা, মুজদালেফা, সাফা-মারওয়াতে কীভাবে হজের নিয়মগুলি পালন করতে হবে তার উপর বক্তব্য রাখেন।
এছাড়া এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ছিলেন রাজ্য হজ কমিটির দীর্ঘদিনের সেবক তথা হজ কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ। তিনি হজ্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি মক্কা এবং মদিনায় প্রশাসনিক বিষয়টির কথা উল্লেখ করেন।পাশাপাশি রবিবার পবিত্র শবে বরাতের রাতে ফজিলত ও তাৎপর্য তুলে ধরে সকলকে সঠিক মতপথ মেনে চলার আহ্বান রাখেন।

গ্রামবাসীদের দাবি মেনে গ্রেফতার অজিত, অশান্তি ছড়ানো দায়ে ধৃত আইএসএফ নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: দিনভর নাটক আর চাপানোত্তরের পর অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার হলেন সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি। সোমবার তাকে বসিরহাট আদালতে পেশ করবে পুলিশ। রবিবার অজিত মাইতির ওপর ফের হামলা চালায় গ্রামবাসীরা । গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে আশ্রয় নেন অজিত মাইতি। সেখানে টানা চার ঘন্টা লুকিয়ে থাকে সে। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যার পর সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারে বাড়ি থেকে পুলিশ অজিত মাইতি কে বের করে গ্রেফতার করে।জমি দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত সন্দেশখালি ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয় তৃণমূল অজিত মাইতিকে । অন্যদিকে, জনসংযোগ বাড়াতে ও ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু এবং পার্থ ভৌমিক রবিবার দিনভর সন্দেশখালিতে এলাকায় এলাকায় ঘুরলেন। এদিকে ধৃত উত্তম সর্দার আট দিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর রবিবার ফের মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক উত্তম সর্দারকে পাঁচদিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এর পাশাপাশি আইএসএফ নেত্রী আয়েশা বিবি কে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল মহকুমা আদালত। সন্দেশখালির ঘটনায় এবার গ্রেফতার আইএসএফ নেত্রী আয়েশা বিবি। রবিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, আয়েশা বিবি গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছেন আইএসএফ নেতারা। জানা গেছে , সন্দেশখালির ঘটনায় হিংসা ছড়ানো, প্ররোচনা দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
এদিকে উত্তেজনা, বিক্ষোভ-আন্দোলন, বন্ধ, এক কথায় তাপ উত্তাপহীন রবিবাসরীয় সকাল সন্দেশখালীর সর্বত্র। বেড়মজুর অঞ্চলের কাঠপুল বাজার এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে একের পর এক অভিযোগ জানাচ্ছেন বিগত ১০-১২ বছর ধরে নির্যাতিত মানুষরা। এমন চিত্র ধরা পড়ে রবিবার।
বেড়মজুরের বাসিন্দা বিশেষ ভাবে সক্ষম বছর পঞ্চাশের শুভেন্দু মাঝি নিজেই স্ত্রীকে নিয়ে হাতে টানা রিক্সা চালিয়ে হাজির হন অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে। সেখানেই তিনি লিখিত ভাবে অভিযোগ করে বলেন তার দোকান জোর করে দখল করে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা।
ভবঘুরের মত আজ দশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি।শেখ শাজাহান ফেরার,আর শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দাররা জেল বন্দী। তাই সাহস করে নিজেদের জমি বাড়ি দোকান পাট ফিরে পেতে আইনের সাহায্য পেতে পুলিশের দ্বারস্থ সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও এলাকাবাসীদের সব কিছু ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়েছে।
সন্দেশখালির বেড় মজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলায় হাতে কাগজ নিয়ে শেখ সিরাজ ও অধীর মাইতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। কাঠপোল এলাকায় সেখানে গিয়ে তারা লিখিত আবেদন করবেন বলে গ্রামবাসীরা হাতে কাগজ নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সন্দেশখালি কান্ড নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্যর জেরে আইএসএফ নেত্রী আয়েশা বিবির নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে বসিরহাট আদালতের মুলগেটে আইএসএফ নেতাকর্মীরা হাতে ও বুকে প্লাকার ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।অজিত মাইতির ওপর ফের হামলা চালায় গ্রামবাসীরা গ্রাম। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে আশ্রয় নেন অজিত মাইতি। জমি দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত সন্দেশখালি ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিল তৃণমূল অজিত মাইতিকে । তাঁকে সরিয়ে দুজনকে কনভেনার করল দল। দলীয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য পার্থ ভৌমিক।

সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার মডেল স্কিম সারদা পেনশন’কে সামনে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বালি কেন্দ্রের ওয়ার্ড নং ২৬ এবং ২৭-এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
লিলুয়া ভারতীয় হাই স্কুলের ওই অনুষ্ঠানে এদিন প্রায় সাতশো জনেরও বেশি প্রবীণ নাগরিককে প্রদান করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, হাওড়া সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র প্রমুখ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেলে হাওড়াতেও কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পেনসন স্কিম করা হচ্ছে। এটা খুবই অভিনব। তিনি আরও বলেন, সন্দেশখালিতে বাইরে থেকে সাজানো বিক্ষোভ সংগঠিত করা হচ্ছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।
সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে মানুষের বিক্ষোভ ছিল সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ হয়েছে ব্যক্তি কয়েক জনের বিরুদ্ধে।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের নিয়ে সভা করণদিঘীতে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন এর করণদিঘী ব্লক কমিটির গঠন করা হয় রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনার বিকৌর এর অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল এলিট ফার্মেসি কলেজে। এদিন করণদিঘী ব্লক সভাপতি করা হয় কাজী মফিজুদ্দিন কে, এবং মোহাম্মদ কাজিম উদ্দিন কে সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন এর জেলা সভাপতি মাওলানা আসিরুদ্দিন আহমেদ জানান, ব্লক কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে ইমামদের একত্রিত করা হল। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসাই আমাদের উদ্দেশ্য। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক মোহাম্মদ বাসির উদ্দিন বলেন, ইমামরা একত্রিত হয়ে শিক্ষার প্রসারে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হবে পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হবে। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন এর উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মাওলানা আসিরুদ্দিন আহমেদ, জেলা সেক্রেটারি মাহিরুদ্দিন আহমেদ, উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক মোহাম্মদ বাসির উদ্দিন সহ আরও অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শবেবরাত পালিত হল বোলপুর জামে মসজিদে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর জামে মসজিদে মহাসমারোহে পালিত হয় শবেবরাত। শবে বরাত মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত্রি। শাবান মাসে ১৫ তারিখে শবেবরাত পালিত হয়। সাবানের ১৫ তারিখে শবেবরাতে রাত জেগে ইবাদত বন্দেগি করা এবং সেই রাতে কবর জিয়ারত করা নবী পাকের সুন্নত। জানা যায়, শবে বরাত আল্লাহর রাসূলের যুগ থেকে রাসুলে পাক ১৫ ই সাবানের রাত অর্থাৎ শবে বরাতের রাত জেগে ইবাদত করতেন কবর জিয়ারত করতেন এবং দিনে রোজা রাখতেন। শবেবরাতে রাতে ও দিনে এই সমস্ত আমল করলে মুশরিক ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন বলে মুসলিমরা বিশ্বাস করে থাকেন।

লরিকে ধাক্কা ডাম্পারের, মৃত্যু চালক ও খালাসির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা ডাম্পারের। ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল চালক ও খালাসির। এখনও পর্যন্ত মৃতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর রাতের দিকে রঘুনাথগঞ্জ উমরপুর জাতীয় সড়কের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটি লরি। কিন্তু হঠাতই পেছন থেকে একটি ডাম্পার সেই লরিটিকে ধাক্কা মারলে উল্টে যায় লরিটি। ঘটনাস্থলেই চাপা পড়ে মৃত্যু হয় চালক ও খালাসীর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। যদিও পরে পুলিশের তৎপরতায় স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

মালদার আমবাগানে শুরু হয়েছে মুকুল, চলছে স্প্রে থেকে পরিচর্যা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা জগৎ বিখ্যাত আমের জন্য। ইতিমধ্যেই মুকুলের দেখা মিলেছে আমবাগান গুলিতে। শুরু হয়েছে আম গাছ স্পে থেকে পরিচর্যা। মূলত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ই মালদহে আমবাগান গুলিতে মুকুল ফিরতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গাছে মুকুলও আসতে শুরু করেছে। এই সময় গাছের পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী। মুকুল আসার ঠিক আগে আগে, গাছের সঠিক পরিচর্যা করলে ভালো মুকুল ফোটে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তারাও এখন কৃষকদের আমের গাছ পরিচর্যা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। আম বাগান গুলিতে গাছের শাখা প্রশাখা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে গাছের উপরে ধুলোবালি পোকামাকড় সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। মুকুল ফিরতে অনেকটাই সুবিধা হবে। মুকুল ফোটার সময় কোনো রকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হবে না কাছে। এ সময় প্রতিটি আমবাগানের গাছের গোড়া গোল করে খুঁড়ে দিতে হবে। নিয়মিত সেখানে জল দিতে হবে সঙ্গে জৈব সার দিলে খুব ভালো। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তারা বলছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকেই মালদা জেলায় আমবাগান গুলিতে মুকুল ফিরতে শুরু করে। তাই এর আগে গাছের পরিচর্যা করা খুব জরুরী। মুকুল ফুটে গেলে অনেক সময় ম্যাংগো হপারের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ম্যাংগো হপার এর উপদ্রব কমাতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে তাহলে গাছের মুকুল ভালো হবে আগামীতে ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
অন্য দিকে এবছর তুলনামূলকভাবে আমের মুকুল অনেকটাই কম। তাই এ বছর ফলন খুব একটা ভালো হবে না বলে আশা প্রকাশ করছেন আম ব্যবসায়ীরা।

আব্দুল মুজিদের নামাঙ্কিত শিক্ষাকক্ষ উদ্বোধনে মাদ্রাসা পর্ষদ সভাপতি

মতিয়ার রহমান ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় ‘উলুবেড়িয়া হাজী ইসাহাক দারুল উলুম সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা’ তে মরহুম আব্দুল মুজিদ সভাকক্ষের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারি শনিবার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পুলক রায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বিশেষ কারণবশত তিনি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঞ্চে হাজির থাকতে পারেননি। মুখ্য অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন এবং অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস। ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন মরহুম আব্দুল মুজিদ নামাঙ্কিত প্রস্তর ফলকের পর্দা উন্মোচন এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মরহুম আব্দুল মুজিদ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবন এবং স্বজাতির জন্য শিক্ষা বিস্তারে যেভাবে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা এবং কাজ করে গেছেন তার খুঁটিনাটি ইতিহাস তুলে ধরেন আগত বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ও বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ। ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন জাতির শিক্ষা বিস্তারে আব্দুল মুজিদ সাহেবের অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্তের কথা বলেন।
আবু তাহের বলেন, আব্দুল মুজিদ দ্বীনি খেদমতে কওম ও জাতির সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। তাছাড়া দীর্ঘ সময় মাদ্রাসা পর্ষদে থেকে তিনি এই তাগিদ অনুভব করেছিলেন যে জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা বিস্তারে সর্বাধিক কাজ করতে হবে। আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের আরো বেশি বেশি করে শিক্ষার আঙিনায় এনে তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই তাঁর ব্রত ছিল।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মানে শুধু ধর্ম আর অর্থ জিজ্ঞাসা নয়। শিক্ষা হলো জ্ঞান জিজ্ঞাসা, আধুনিক সভ্যতা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে অনুদান করা।
শেষে তিনি বলেন আব্দুল মুজিদ সাহেবকে স্মরণ করার সাথে সাথে তার আদর্শ, চিন্তা চেতনা, মনন এবং তাঁর অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ও কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শেষে দোয়ার মধ্য দিয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

অধিকার যাত্রা পৌঁছল বীরভূমের লোহাপুরে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির অধিকার যাত্রা এসে পৌঁছালো বীরভূমে। রবিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ হয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অধিকার যাত্রা পৌঁছায় নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ে। এদিন বামেদের লোহাপুর লোকাল এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে একটি সভা মঞ্চ করা হয়। সেখানে বাম নেতৃত্বরা অধিকার যাত্রায় আগত কর্মচারীদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান। রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির যে দাবি, সে দাবি নিয়ে সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখেন অধিকার যাত্রার সদস্যরা। তাদের দাবি বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করতে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করতে হবে। চুক্তি ভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান করতে হবে। এই সব দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহব্বানে কোচবিহার থেকে কলকাতা অধিকার যাত্রা। এদিন সভা মঞ্চে বক্তব্য শেষে লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড় থেকে বেরিয়ে নলহাটি বাস স্ট্যান্ড হয়ে পৌছাবে রামপুরহাট। এই অধিকার যাত্রা শেষ করে মার্চ মাসের ১৪ তারিখ নবান্ন অভিযান করবে রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি।

প্রথম নজর

গৃহকর্মী নিয়োগে সৌদির অবিবাহিতদের জন্য নতুন নিয়ম

আপনজন ডেস্ক: সৌদির আরবের অবিবাহিত মানুষের বয়স ২৪ বছর হলেই তারা গৃহকর্মী নিয়োগ দিতে পারবেন। তা না হলে তারা তাদের বাড়িতে গৃহকর্মী নিতে পারবেন না। এক্ষেত্রে গৃহকর্মীর বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে।
রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এ তথ্য জানায়।
গাড়ি চালক, গৃহপরিচারিকা, গৃহ রক্ষণাবেক্ষণকারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রাঁধুনি, দারোয়ান, কৃষক, ব্যক্তিগত নার্স, গৃহশিক্ষক এবং আয়াকে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সৌদি আরবের গৃহকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গৃহকর্মীর জন্য আবেদন করতে হবে। নিজের পেশা ও জাতীয়তা উল্লেখ করে শ্রম মন্ত্রণালয়ের মুসানেদ প্লাটফর্মে জমা দিতে হবে এবং গৃহকর্মী নিয়োগের কারণ উল্লেখ করতে হবে। এরপর আগ্রহী নিয়োগকর্তার ভিসা ইস্যু করার সক্ষমতা আছে কি না সেটি যাচাই করা হবে। এরপর তাকে ফি প্রদান সাপেক্ষে গৃহকর্মী বেঁছে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।
সৌদি আরবের শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসানেদের মাধ্যমে চুক্তি করতে হবে। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তির বয়স অবশ্যই ২১ বছর হতে হবে। মূলত চুক্তির অধিকার রক্ষায় এ বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে।
দেশটির নতুন নিয়মে বলা আছে, একজন গৃহকর্মী দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ করবেন এবং বেতনসহ তাকে সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টার বিশ্রাম দিতে হবে। এছাড়া নিয়োগকারী তার গৃহকর্মীর পাসপোর্ট, ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিজেদের জিম্মায় নিতে পারবেন না।

সৌদিতে আটক ১৯ হাজার অভিবাসী

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এক সপ্তাহের অভিযানে আবাসন, শ্রম এবং নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাড়ে ১৯ হাজারের বেশি অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
রোববার দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে অভিবাসীদের গ্রেফতারের এই তথ্য জানানো হয়েছে বলে গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৫ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বসবাস, শ্রম ও নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের আটক করা হয়।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আটককৃতদের মধ্যে আবাসন আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১১ হাজার ৮৯৭ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা আইনে ৪ হাজার ২৫৪ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৩ হাজার ২৮০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া সৌদিতে অবৈধ উপায়ে প্রবেশের চেষ্টায় ৯৭১ জন এবং অবৈধভাবে সৌদি ত্যাগের চেষ্টার সময় ৩৬ জনকে আটক করা হয়।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বর্তমানে সৌদি আরবে গ্রেফতারকৃত ৫৮ হাজার ৩৬৫ জন আইনিব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে সাড়ে ৯ হাজার জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, প্রায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ মানুষের দেশ সৌদি আরব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিক সৌদিতে কর্মরত। সৌদি আরবের স্থানীয় গণমাধ্যম নিয়মিতভাবে দেশটিতে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ধরপাকড় অভিযান ও অবৈধ প্রবাসীদের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ করছে। সৌদিতে অবৈধভাবে প্রবেশে সহায়তার চেষ্টাকারীকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানার বিধান রয়েছে। সৌদি সরকার এই বিষয়ে বারবার সতর্ক করে আসছে।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আলোচনা করছে কাতার, যুক্তরাষ্ট্রসহ মধ্যস্থকারী দেশগুলো।এদিকে, নেতানিয়াহু সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ইসরাইলে রাজপথে নেমেছে হাজারো বিক্ষোভকারী। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর ধারাবাহিক হামলার মধ্যে আবারো যুদ্ধবিরতির আলোচনায় গতি পেয়েছে।
শনিবার আলোচনার জন্য প্যারিসে যান ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা-মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসরের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করছেন প্রতিনিধিরা। জিম্মি মুক্তি, রাফায় হামলা বন্ধসহ একাধিক সমাধানের পথে হাঁটছেন মধ্যস্থকারীরা।
অন্যদিকে, হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে ইসরায়েলের রাজপথে বিক্ষোভে নেমেছে হাজারো মানুষ। তাদের দাবি, জিম্মিদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন নেতানিয়াহু। বিভন্ন স্থানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জাড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভকারীরা। এখন পর্যন্ত ২১ জনের বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

১৪০ দিন ধরে ইসরায়েলি অপরাধ দেখছে জাতিসংঘ-পশ্চিমা দেশগুলো: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন নিয়ে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দেশগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান।
তিনি বলেন, ১৪০ দিন ধরে গাজায় ইসরায়েলের মানবতাবিরোধী অপরাধগুলো কেবল দেখেই চলেছে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দেশগুলো।'
শনিবার তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সাকারিয়াতে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির এক সভায় বক্তব্যকালে এমন মন্তব্য করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। খবর আদাদোলু এজেন্সির।
এরদোগান বলেন, তারা এতোটাই বেশি (নির্বিকার) যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায় না এবং জানাতে পারেও না।
পশ্চিমা কোনো শক্তি বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কেউই ইসরায়েলের সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর প্রচেষ্টা চালায়নি বলেও জোর দিয়ে বলেন প্রেসিডেন্ট এরদোগান।
গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দাবি, এই হামলায় প্রায় ১২০০ নিহত ও দুই শতাধিক ইসরায়েলিকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে গেছে হামাস যোদ্ধারা। এর জবাবে ওই দিনই গাজায় বিমান হামলা ও পরে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো এ হামলা অব্যাহত আছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজা উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ২৯ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আর আহত হয়েছে ৬৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।
জাতিসংঘের মতে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সেই সঙ্গে অঞ্চলটির ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েল গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত। জানুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আমেরিকা ও ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়াতে চাইছে : ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সর্বশেষ হামলার নিন্দা করে ইরান রবিবার অভিযোগ করেছে, দেশ দুটি এই অঞ্চলে 'উত্তেজনা ও সংকট বাড়াতে' চাইছে। এর আগে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী শনিবার ইয়েমেনে ১৮টি হুতি লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা চালায়।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই ধরনের হামলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই অঞ্চলে উত্তেজনা ও সংকট বাড়াতে এবং যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতার সুযোগ বাড়াতে চায়। অবশ্যই এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী ও আক্রমনাত্মক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া এই আগ্রাসী দেশগুলো কিছুই অর্জন করবে না।
এ ছাড়া গাজায় ইসরায়েলের প্রাণঘাতী অভিযান বন্ধে 'তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পদক্ষেপ' নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কানানি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আরো নিন্দা করেন।
হুতিরা বলছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে তারা লোহিত সাগরের আশপাশে জাহাজ চলাচলের ওপর হামলা চালাচ্ছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর গাজায় ইসরায়েলের বিধ্বংসী সামরিক অভিযান শুরু হয়। ইরান হামাসকে সমর্থন করলেও ৭ অক্টোবরের হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আঞ্চলিক উত্তেজনা বেড়েছে, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত সহিংসতাও ছড়িয়ে পড়েছে।
শনিবারের হামলার পর পেন্টাগনের প্রধান লয়েড অস্টিন বলেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথে জীবন ও বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না।'
অন্যদিকে হুতিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, গাজায় আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকবে। ইরান আগে জোর দিয়ে বলেছিল, এই অঞ্চলে 'প্রতিরোধ গোষ্ঠী'কে সমর্থন করা তেহরানের 'কর্তব্য' হলেও তারা সিদ্ধান্ত ও কর্মে 'স্বাধীন'।

গাজায় ক্ষুধায় মারা গেছে দুই মাসের শিশু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজাতে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও খাবারের সংকট দিন দিন চরম মাত্রায় ঠেকছে। এবার উপত্যকাটিতে অনাহারে মারা গেছে দুই মাসের এক ফিলিস্তিনি শিশু। যুদ্ধ ও ক্ষুধার কারণে শিশু মৃত্যুর জাতিসংঘের সতর্কতার পরপরই ভূখণ্ডটিতে এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটলো। জাতিসংঘ সম্প্রতি সতর্ক করে দিয়েছিল যে, খাবারের অভাবে গাজায় হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে রয়েছে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, শুক্রবার গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতালে মাহমুদ ফাতুহ মারা যায়। তার ভিডিও ফুটেজটি যাচাই করেছে আল জাজিরা। ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি হাসপাতালের বিছানায় শ্বাস নেয়ার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছে শিশু মাহমুদ। একজন প্যারামেডিক যারা ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা বলেছেন মাহমুদ তীব্র অপুষ্টিতে মারা গেছে।
ওই প্যারামেডিক বলেন, আমরা দেখেছি একজন মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে, সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। তার ফ্যাকাশে শিশুটি শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আমরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই এবং দেখা যায় সে তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। চিকিৎসকেরা তাকে দ্রুত আইসিইউতে নিয়ে যান। গাজায় শিশুর দুধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকায় কয়েকদিন ধরে শিশুকে কোনো দুধ খাওয়ানো যায়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সপ্তম মেয়াদে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট হতে চান পুতিন ঘনিষ্ঠ লুকাশেংকো

আপনজন ডেস্ক: ৩০ বছর ধরে বেলারুশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করা আলেক্সান্দার লুকাশেংকো পরের নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯৯৪ সাল থেকে বেলারুশের প্রধান তিনি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত বেলারুশের এই শাসক। ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা লুকাশেংকোর দাবি, 'কোনো দায়িত্বশীল প্রেসিডেন্ট তাঁর জনগণকে ত্যাগ করে না।
' তাই তিনি ২০২৫ সালের নির্বাচনে লড়তে চান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বেল্টা রবিবার এ কথা জানিয়েছে।
লুকাশেংকো দেশের সংসদীয় এবং স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট দেন এদিন। সেখানে একটি ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'তাদের (নির্বাসিত বিরোধীদের) বলুন, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।'
২০২০ সালের নির্বাচনে লুকাশেংকোর জয়ের পর ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল। এই ফলাফলে দেশের বিরোধীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সরকারের বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরে প্রতিবাদ চলে। ২০২০ সালের নির্বাচনের পর ষষ্ঠ মেয়াদে লুকাশেংকো ফের ক্ষমতায় আসেন।
রবিবারের নির্বাচনটি ২০২০ সালের বিতর্কিত ভোটের পর প্রথম কোনো নির্বাচন।
পুতিনের ওপর 'সম্পূর্ণ নির্ভরশীল' ২০২০ সালের নির্বাচন-পরবর্তী নির্মম দমন-পীড়নের সময় ৩৫ হাজারের বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। হাজার হাজার মানুষকে পুলিশি হেফাজতে মারধর করা হয়। বেলারুশের শত শত স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া হয়। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, এক হাজার ৪০০ জনের বেশি রাজনৈতিক বন্দি বেলারুশের কারাগারে রয়েছেন।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন লুকাশেংকোকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।
বেলারুশের ঘনিষ্ঠ মিত্র রাশিয়া। লুকাশেংকো সম্পূর্ণভাবে রুশ কর্তৃপক্ষ এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর জন্য বেলারুশীয় অঞ্চল ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন লুকাশেংকো। ওয়াগনার গ্রপের হাজার হাজার সদস্য বেলারুশে অবস্থান নিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০১
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৪.০১	
মাগরিব	৫.৪৩	
এশা	৬.৫৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

পাকিস্তানে ৭ দিনের মধ্যে সরকার গঠন

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হবে জাতীয় ও প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণ। এরপর সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আর তা ২ মার্চের মধ্যে শেষ হতে হবে। এর পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চায় পিএমএলএন-পিপিপি জোট। শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য কাতার যাচ্ছে ইসরায়েলি প্রতিনিধিদল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ও গাজায় আটক জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আরো আলোচনার জন্য কাতারে প্রতিনিধি পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল। শনিবার দেশটির যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা এই অনুমোদন দেয়। ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি। এই আলোচনা শুরু হয়েছিল ফ্রান্সের প্যারিসে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও শিন বেটের প্রধানরা। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জাচি হানেবি শনিবার বলেন, ইতোমধ্যে তাদের প্রতিনিধিদল প্যারিস থেকে ফিরে এসেছে। সম্ভবত একটি সমঝোতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ আছে। ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানায়, মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচকদের বৈঠকটি শেষ হয়েছে। আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী দিনগুলোতে কাতারে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা। এই আলোচনায় ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার পথে আরো এক ধাপ এগোলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার সাউথ ক্যারোলিনার প্রাইমারি নির্বাচনে জিতেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট। দলের প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালিকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছেন তিনি। মার্কিন নির্বাচনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এডিসন রিসার্চের বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার সাউথ ক্যারোলিনার প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ভোটের আড়াই শতাংশ গণনা শেষ হয়েছে। সেখানে ট্রাম্প পেয়েছেন ৬০ শতাংশ এবং নিকি হ্যালি পেয়েছেন ৩৮ শতাংশ ভোট। তাই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালিকে সহজে পরাজিত করেছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প এর আগে আইওয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নেভাডা ও ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের চার প্রাইমারি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। আর এবার সাউথ ক্যারিলিনাতেও সহজ জয় পেলেন। যদিও সাউথ ক্যারোলিনা নিকির নিজের অঙ্গরাজ্য এবং এখান থেকে তিনি দুবার মেয়ার নির্বাচিত হয়েছিলেন। মূল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। শনিবার প্রাইমারি নির্বাচন ছিল সাউথ ক্যারোলিনায়। তাতেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেন ট্রাম্প।
সাম্প্রতিককালে একাধিকবার বিভিন্ন বিতর্কে নাম জড়িয়েছে ট্রাম্পের। তারপরও লড়াইয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ইয়েমেনে নতুন করে ১৮ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা আমেরিকা ও ব্রিটেনের

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য। এদিনের হামলায় হুথিদের ১৮টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করে দেশ দুটি। লোহিত সাগরে একের পর এক জাহাজে হামলার পর মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর যৌথ এই হামলার ঘটনা ঘটল। রোববার এক এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধবিমান ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীর ১৮টি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। ইরান-সমর্থিত হুথিদের বিরুদ্ধে পরাশক্তি এই দুই মিত্র দেশের এটি চতুর্থদফা যৌথ অভিযান। যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, শনিবারের এসব হামলায় হুথিদের স্টোরেজ সুবিধা, ড্রোন, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার এবং সশস্ত্র এই গোষ্ঠীর একটি হেলিকপ্টারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য বলছে, হুথিদের সক্ষমতাকে 'আরো অবনমিত' করতে কাজ করেছে মিত্ররা। ইরান-সমর্থিত হুথিরা লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট দিয়ে যাতায়াতকারী ইসরায়েল ও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে এবং তাদের এই হামলা অব্যাহত রয়েছে। আর হুথিদের জাহাজে বারবার হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই হামলা চালানো হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৫৫ সংখ্যা, ১৩ ফাল্গুন ১৪৩০, ১৫ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

শবেবরাত

আজ দিবাগত রাত্রে সমগ্র দেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ পালন করিবেন পবিত্র শবেবরাত। মহিমান্বিত এই রজনীর মর্যাদা ও তাত্পর্য অপরিসীম। হিজরি সালের পবিত্র শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিকে বলা হয় শবেবরাত। ফার্সি 'শব' শব্দের অর্থ 'রাত্রি' এবং 'বরাত' অর্থ 'মুক্তি' বা 'নিষ্কৃতি'। এই জন্য ইহাকে মুক্তির রজনিও বলা হয়। এই রাত্রে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য গুনাহগার বান্দার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। এই জন্য মুসলমানগণ এই রাত্রি অধিকতর ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে উদ্যাপন করিয়া থাকেন। হাদিস শরিফে এই রাত্রিকে 'লাইলাতুন মিন নিসফি শাবান' বা শাবানের মধ্যরাত্রি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে মুসলিম উম্মাহর নিকট এই রাত্রি শবেবরাত বা লাইলাতুল বরাত হিসাবে অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

মুসলিম তাহজিব-তামাদ্দুন বা সংস্কৃতিতে যেই সকল দিবস ও রজনি বিখ্যাত, তাহার মধ্যে পাঁচটি রাত্রি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পাঁচটি রাত্রি হইল : দুই ঈদের রাত্রিদ্বয়, শবেমেরাজ, শবেবরাত ও শবেকদর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'হা-মিম। শপথ, উজ্জ্বল কিতাবের। নিশ্চয় আমি তাহা নাজিল করিয়াছি এক বরকতময় রাত্রে; নিশ্চয় আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাহাতে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়'। (সুরা দুখান) কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এখানে 'লাইলাতুল মুবারাকা' বা বরকতময় রজনি বলিয়া শাবান মাসের পূর্ণিমা রাত্রিকে বোঝানো হইয়াছে। (তাফসিরে মাজহারি, রুহুল মাআনি ও রুহুল বায়ান)। অন্যদিকে শবেবরাতের ফজিলত সম্পর্কে হজরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইল, একবার এই রাত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজে দীর্ঘ সেজদা করিলেন এবং নামাজ শেষে আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই রাত্রি সম্পর্কে বলিলেন, ইহা হইল অর্ধশাবানের রাত্রি; এই রাত্রে আল্লাহ তাআলা তাহার বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন; ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করিয়া দেন, অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের তাহাদের অবস্থাতেই ছাড়িয়া দেন। (শুআবুল ইমান)। এই রাত্রে মহানবি (স.) মদিনার কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকি'তে আসিয়া মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করিতেন। এই রাত্রে বনি কালবের ভেড়া বকরির পশমের (সংখ্যার পরিমাণের) চাইতেও অধিকসংখ্যক গুনাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দেন (তিরমিজি)। আর তত্কালে বনি কালবের ভেড়ার সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।

এই রাত্রে করণীয় সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন, 'যখন শাবানের মধ্য দিবস আসিবে, তখন তোমরা রাত্রে নফল ইবাদত করিবে ও দিনে রোজা পালন করিবে' (ইবনে মাজাহ)। আমরা জানি, ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল নামাজ; তাই নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল নফল নামাজ। আবার ইবাদতের জন্য দিন অপেক্ষা রাত্রি শ্রেয়তর। রাসুলুল্লাহ (স.) রমজান মাসের পর রজব ও শাবান মাসে বেশি বেশি নফল নামাজ ও নফল রোজা পালন করিতেন। শাবান মাসে কখনো ১০টি, কখনো ১৫টি, কখনো ২০টি, কখনো আবার তাহার চাইতেও অধিক নফল রোজা রাখিতেন। এই জন্য শবেবরাতে আমাদের করণীয় হইল : বেশি বেশি নফল নামাজ (তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলিল মাসজিদ, আউওয়াবিন, তাহাজ্জুদ, ছলাতুত তাসবিহ, ছলাতুল হাজাত, ছলাতুশ শোকর প্রভৃতি) আদায় করা, নামাজে কিরাআত ও রুকু-সেজদা দীর্ঘ করা, পরের দিন নফল রোজা রাখা; কোরআন শরিফ (সুরা দুখান ও অন্যান্য ফজিলতের সুরাসমূহ) তিলাওয়াত করা, বেশি বেশি দরুদ শরিফ পড়া, অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফার করা; দোয়া-কালাম, তাসবিহ তাহলিল, জিকির-আজকার ও কবর জিয়ারত করা ইত্যাদি। তবে এই রাত্রে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ইবাদত-বন্দেগি বাদ দিয়া বেহুদা ঘোরাফেরা, অনাকাঙ্ক্ষিত আনন্দ-উল্লাস, অযথা কথাবার্তা ও বেপরোয়া আচরণ করা, অন্য কাহারও ইবাদতের বা ঘুমের বিঘ্ন ঘটানো, হালুয়া-রুটি বা খাওয়াদাওয়ার পিছনে অধিক সময় নষ্ট করিয়া ইবাদত হইতে গাফিল থাকা ইত্যাদি গর্হিত কাজ। মহান আল্লাহতালা এই বরকতময় রজনিতে আমাদের অধিক পরিমাণে নেক আমল করিবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

•••••••••••••

যুদ্ধ যেন নতুন স্বাভাবিক বিষয়

বিশ্বব্যাপী সমস্যা, সংকটের শেষ নেই। অবস্থাদৃষ্টে বেশ ভালোমতোই বোঝা যায়, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার যুগে বাস করছি আমরা। বিশ্বব্যবস্থা কঠিন হুমকির সম্মুখীন! সব মিলিয়ে যেন শীতল যুদ্ধের কাল পার করছে পৃথিবী! দুঃখজনক হলেও সত্য, উদ্ভূত নানাবিধ হুমকি ও সংকটকে দেখা হচ্ছে আলাদা আলাদা ইস্যু হিসেবে। তবে মনে রাখা জরুরি, এসব সমস্যা একটি আরেকটির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত! অথচ সমস্যাগুলোকে আলাদা আলাদা করে মোকাবিলা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে এই আশায় যে, খুব শিগিগরই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। লিখেছেন **ফরিদ জাকারিয়া**।

বিশ্বব্যাপী সমস্যা, সংকটের শেষ নেই। অবস্থাদৃষ্টে বেশ ভালোমতোই বোঝা যায়, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার যুগে বাস করছি আমরা। বিশ্বব্যবস্থা কঠিন হুমকির সম্মুখীন! সব মিলিয়ে যেন শীতল যুদ্ধের কাল পার করছে পৃথিবী! দুঃখজনক হলেও সত্য, উদ্ভূত নানাবিধ হুমকি ও সংকটকে দেখা হচ্ছে আলাদা আলাদা ইস্যু হিসেবে। তবে মনে রাখা জরুরি, এসব সমস্যা একটি আরেকটির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত! অথচ সমস্যাগুলোকে আলাদা আলাদা করে মোকাবিলা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে এই আশায় যে, খুব শিগিগরই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

চারপাশে তাকান। কী দেখতে পাচ্ছেন? কেবল যুদ্ধ আর সংঘাত! ইউক্রেন যুদ্ধের কথাই ধরুন। এই যুদ্ধ খুব বাজেভাবে চলছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কেবল দোষারোপই করে যাচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, সংঘাতের ময়দানে উভয় পক্ষই নানান ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম ব্যবহারের দিকে পা বাড়াতে চাইছে।

ইউক্রেনের জন্য বড় সমস্যা, পশ্চিমা পক্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের জোগান আটকে গেছে। মার্কিন কংগ্রেস ইউক্রেনকে আর সেভাবে সাহায্য করতে চাইছে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিচ্ছে বটে, তবে তাতে কিয়েভের প্রয়োজন মিটবে না বলে জানিয়ে আসছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ইউক্রেনীয় বাহিনীর অস্ত্রভান্ডারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণে ইইউয়েরও অবশ্য তেমন কিছু করার নেই। কারণ, ইউরোপের হাতে সম্ভবত সেই পরিমাণে সামরিক সরঞ্জামাদি নেই।

আমরা দেখে আসছি, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই লড়াই-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত কতটা আলোর মুখ দেখবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এক জ্যেষ্ঠ ইউরোপীয় কূটনীতিকের সঙ্গে সম্প্রতি আমার কথা হয়েছে এ বিষয়ে। তিনি অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এ নিয়ে। তার ভাষায়, 'ইউক্রেনীয়দের সাহসী বলতেই হয়। তবে মনে রাখতে হবে, তারা সুপারম্যান নয়। যদি প্রত্যাশামতো অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সক্ষমতায় না থাকে, তাহলে এই যুদ্ধে তারা খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না।'

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে আসছেন, 'শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে রাশিয়া।' পুতিনের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র সহায়তা নিতে পারে মস্কো। সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে পারে কিউবার কাছে পর্যন্ত। অন্যদিকে, চীন ও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে আছে বলে ধরে নিতে হবে। এই তালিকায় তুরস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু উপসাগরীয় রাষ্ট্রও। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এসব রাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে আসছে অনেকটা অবাধে। এর ফলে স্বভাবতই বেশ উপকৃত হচ্ছেন পুতিন ও তার রাশিয়া।

একটি বিষয় সম্ভবত আমরা ভুলে যাচ্ছি, অন্য ভূখণ্ডে 'আগ্রাসন' চালানোর প্রশ্নে রাশিয়া যদি সফল হয়, তাহলে ঘোর বিপত্তি বাধবে বিশ্বব্যবস্থায়। কারণ, এতে করে 'বহু দিনের আদর্শ' ভেঙে পড়বে নিশ্চিতভাবে। বলপ্রয়োগ করে সীমানা পরিবর্তন করা যায় না—বিগত ৮০ বছর ধরে এমন আদর্শ ধারণ করে চলেছে বিশ্ব। এই অবস্থায় রাশিয়া সার্বভৌম ইউক্রেনকে কবজা করতে সফল হলে স্বভাবতই ছেদ পড়বে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যবস্থায়।

এ তো গেল ইউরোপের ঝামেলা। বড় ধরনের সমস্যা চলছে মধ্যপ্রাচ্য জুড়েও। অনেকে মনে করেছিলেন, গাজা যুদ্ধ খুব বেশি দূর গড়াবে না। এমনকি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের সামনেও পতন ভিন্ন পথ খোলা নেই। তবে বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা।

গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের আকস্মিক হামলার পর প্রতিশোধপরায়ণ ইসরাইল গাজা থেকে হামাসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

আমরা দেখে আসছি, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই লড়াই-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত কতটা আলোর মুখ দেখবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এক জ্যেষ্ঠ ইউরোপীয় কূটনীতিকের সঙ্গে সম্প্রতি আমার কথা হয়েছে এ বিষয়ে। তিনি অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এ নিয়ে। তার ভাষায়, 'ইউক্রেনীয়দের সাহসী বলতেই হয়। তবে মনে রাখতে হবে, তারা সুপারম্যান নয়। যদি প্রত্যাশামতো অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সক্ষমতায় না থাকে, তাহলে এই যুদ্ধে তারা খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না।'

অবিরাম বোমাবর্ষণ, লড়াই-সংঘর্ষ এবং শয়ে শয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানি আরো কয়েক মাস চলবে বলেই মনে হচ্ছে। অন্যান্য দেশে যে উত্তেজনা ও অভ্যন্তরীণ বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাও আরো বাড়বে এর সূত্র ধরে।

বাস্তবতা হলো, নেতানিয়াহুর গদি যাচ্ছে না। বেশির ভাগ ইসরাইলি নেতানিয়াহুকে অপছন্দ করতে পারে, কিন্তু তার যুদ্ধের নীতি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছেন না। সম্প্রতি 'দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান' নিয়ে এক প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে নেসেট, যেখানে বলা হয়, ইসরাইল-ফিলিস্তিন প্রশ্নে একতরফা নীতিকে সমর্থন করে না ইসরাইল। ভোটাভুটিতে ১২০ ভোটের মধ্যে ৯৯ ভোট পড়েছে নেতানিয়াহুর সরকারের পক্ষে। বলা বাহুল্য, নেতানিয়াহুর জোটে সংসদ সদস্য রয়েছেন মাত্র ৬৪ জন। অর্থাত্, অনেক বিরোধী সংসদ সদস্য সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ভুলে গেলে চলবে না, ইসরাইলি বাহিনীর লড়াই কেবল হামাসের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই। হিজবুল্লাহর সঙ্গেও রীতিমতো বড় ধরনের সংঘাত শুরু হয়েছে তেল আবিবের। এক হিসাবে জানা গেছে, দুশোর বেশি হিজবুল্লাহকে হত্যা করেছে ইসরাইলি সেনারা। এই হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকবে বলেই ধরে নেওয়া যায়। এমনকি ইসরাইল-হিজবুল্লাহ সংঘাত সামনের দিনগুলোতে আরো প্রকট হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

আইডিএফের মূল লক্ষ্য হলো, হিজবুল্লাহকে এমনভাবে কোণঠাসা ও দুর্বল করে তোলা, যাতে করে উত্তর ইসরাইল থেকে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা প্রায় ৮০ হাজার ইসরাইলি নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে পারে নির্বিঘ্নে। হিজবুল্লাহ যে সহজে এ কাজ করতে দেবে, তেমনও কিন্তু নয়। বরং হিজবুল্লাহর তরফ থেকে জোর প্রতিক্রিয়া আসতে পারে। এর ফলে কী হবে? সংঘাত আছড়ে পড়তে পারে লেবাননের মাটিতে। আর সেক্ষেত্রে লেবাননে প্রবেশ করা ইসরাইলি সেনাদের সঙ্গে হিজবুল্লাহর মুখোমুখি সংঘর্ষে বৈরুত হয়ে উঠতে পারে যুদ্ধের নতুন ময়দান।

এসব সংঘাত-সংঘর্ষ মাথাচাড়া দেবে বলে যখন আশঙ্কা করা হচ্ছে, তখন চোখ রাঙাচ্ছে আরেক ইস্যু—'হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী'। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে সুয়েজ খালে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যা কমে গেছে ব্যাপকভাবে। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, এই রুটে বাণিজ্যিক কন্টিনিয়ার পরিবহন কমে গেছে প্রায় ৭২ শতাংশ। এমনকি লোহিত সাগর ঘিরে বাণিজ্য সচল-স্বাভাবিক রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে সব উদ্যোগ নিয়েছিল, তা-ও তেমন একটা কাজে আসছে না। ফলে এই অঞ্চল জুড়ে হুতিদের দাপট আগামী দিনগুলোতে বাড়বে বই কমবে না।

এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার, লোহিতসাগরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্র কার্যত ব্যর্থ হয়েছে বা হচ্ছে। এর ফলে আমেরিকার প্রতি মিত্র দেশগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড় ধরতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই সমুদ্রে চলাচলের প্রশ্নে অগাধ স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। তবে হুতিদের হামলা ঠেকাতে না পারার কারণে সমুদ্রে নিরাপত্তার প্রশ্নে বিভিন্ন দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আর তাকিয়ে না-ও থাকতে পারে।

সমস্যা আছে আরেক জায়গায়। রাশিয়া ও চীন সমুদ্রেরর তলদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ইন্টারনেটের তার কাটার বিষয়ে সক্ষমতা তৈরি করছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি লোহিতসাগরে সৃষ্ট বিঘ্ন বন্ধ করতে না পারে, তথা হুতিদের থামাতে না পারে, তাহলে বেইজিং ও মস্কো যে কোনো সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না নিশ্চয়ই!

ওপরের ঝামেলাগুলো ছাড়াও নানামুখী সমস্যা, সংকট চলছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। মাথায় রাখতে হবে, আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যেখানে 'উচ্চ নিরাপত্তা' ব্যতীত স্বস্তিতে বসবাস করার সুযোগ নেই। ফলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্বাভাবিকভাবেই সরকারগুলোকে ব্যয় বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। একই সঙ্গে বাড়াতে হবে দক্ষতা। আজকের বিশ্বে যেভাবে একটার পর একটা নতুন সমস্যা হাজির হতে দেখা যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, উঠপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকার সময় এটা নয়। বিশ্ব আসলেই বিপজ্জনক সময় পার করছে!

লেখক: নিয়মিত কলামিস্ট ও সিএনএনের 'ফরিদ জাকারিয়া জিপিএস' হোস্ট
সিএনএন থেকে অনুবাদ

কৃষকদের দিল্লি অভিযান: সামনে নির্বাচন, তবুও মোদি কেন নির্বিকার/২

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষকনেতাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সরকারকে নতুন করে ভাবাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রথমবারের আন্দোলনে দেড় বছরে সাত শতাধিক কৃষকের মৃত্যু হয়েছিল। এবার এখন পর্যন্ত মারা গেছেন তিনজন। ভোটের মুখে এই বিড়ম্বনা সরকার নিশ্চিতই চায় না। তবে এটাও ঠিক, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবার অনেক নিশ্চিত।

স্বামীনাথন কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমএসপি নির্ধারণ মনমোহন সিং সরকার করতে পারেনি। এখন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী প্রতিদিন নতুন করে বলছেন, ২০২৪ সালে ক্ষমতায় এলে আইন করে এমএসপির বৈধতা দেবেন; তা বাধ্যতামূলক করবেন।

২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে এমএসপি নির্ধারণে পরিবর্তন আনবেন। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণ করবেন। দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ১০ বছর কেটে গেছে। প্রতিশ্রুতি এখনো অপূর্ণ। কৃষকেরা তাই বারবার খেত ছেড়ে রাজপথে নামছেন দাবি আদায়ের জন্য।

দুই আন্দোলনের মিল-অমিল তিন থেকে চার বছর আগের মতো এবারের আন্দোলনের মিল-অমিল দুই-ই আছে। মিল কৃষকদের মানসিকতায়, দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে, সরকারি দমন-পীড়নের মোকাবিলা ও মনোবলের ক্ষেত্রে। সরকারি প্রস্তুতিতেও অনেক মিল। আগেরবারের মতো এবারও রাস্তা কেটে কৃষকদের গতিরোধের ব্যবস্থা হয়েছে।

হাজার রকমের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে, কৃষকেরা যাতে দিল্লি 'দূষিত' করতে না পারেন। অমিল বলতে এবারই প্রথম পুলিশ ড্রোন ব্যবহার করল। ড্রোন মারফত কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেলা হলো কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে।

এসবের বাইরে লক্ষণীয় অমিল কৃষকদের যোগদানের ক্ষেত্রে। গতবারের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল সংযুক্ত কিষান মঞ্চ। এবার প্রধানত পাঞ্জাবের কিছু সংগঠন। গতবার একটা বড় ভূমিকা ছিল পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের কৃষকসংগঠন ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন বা বিকেইউর। তারা এবার এই অভিযানে শামিল হয়নি; যদিও তারা বারবার কৃষকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রতিটি জেলা সদরে বিক্ষোভও দেখাচ্ছে।

কৃষকদের মধ্যে এই সাংগঠনিক বিভাজনের সুবিধে নিতে চেয়েছিল সরকার। তারা চেয়েছে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে, যা আন্দোলনকারী কৃষকনেতাদের 'দিল্লি চলো' অভিযান বন্ধ রাখবে। বিজেপিও নিশ্চিন্ত হবে এই ভেবে যে লোকসভার ভোটের আগে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলার মোকাবিলা করতে হবে না। সেই উদ্দেশ্যেই ধান ও গমের বদলে ডাল, ভুট্টা ও তুলা চাষের প্রস্তাব। জমির উর্বরতা ও জলস্তর রক্ষার আরজি। ওই তিন ফসলের এমএসপির জন্য পাঁচ বছরের চুক্তির প্রতিশ্রুতি।

কৃষকনেতাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সরকারকে নতুন করে ভাবাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রথমবারের আন্দোলনে দেড় বছরে

সাত শতাধিক কৃষকের মৃত্যু হয়েছিল। এবার এখন পর্যন্ত মারা গেছেন তিনজন। ভোটের মুখে এই বিড়ম্বনা সরকার নিশ্চিতই চায় না। তবে এটাও ঠিক, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবার অনেক নিশ্চিত।

আন্দোলন চলছে, ঘর গোছাচ্ছে বিজেপি

স্বামীনাথন মারা যান ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, ৯৮ বছর বয়সে। তিনি 'পদ্মশ্রী' পেয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে, 'পদ্মভূষণ' ১৯৭২ ও 'পদ্মবিভূষণ' ১৯৮৯ সালে। তিন 'পদ্ম' পুরস্কারের পাশাপাশি 'ভারতরত্ন'—স্বামীনাথনের মতো আর কেউ এভাবে সম্মানিত হয়েছেন কি না জানা নেই।

কথায় বলে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকারণ ছাড়া হয় না। কৃষিবিজ্ঞানী স্বামীনাথন ও কৃষকনেতা চরণ সিংকে একই সঙ্গে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার রাজনীতিও তাৎপর্যপূর্ণ; বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির সম্ভাব্য হ্যাটট্রিকের বছরে।

সেবার ও এবারের কৃষক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অমিল শাসকের মানসিকতায়। প্রথমবারের আন্দোলন সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। নার্ভাস করে তুলেছিল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। অনেকভাবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন কৃষক ঐক্য ভাঙার। বিস্তর প্রচার করিয়েছিলেন—কেন ওই তিন আইন কৃষকদের মঙ্গলের জন্য। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে।

কিন্তু এসব কথায় কোন কাজ হয়নি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে চোয়াল চেপে হাজার হাজার কৃষক দিল্লির সীমান্তে মাসের পর মাস পড়ে ছিলেন। তাঁরা ঘরে ফিরেছিলেন তিনটি আইন প্রত্যাহার হওয়ার পর।

কিন্তু এমএসপির আইনি বৈধতা না পাওয়ায় আবার দিল্লিমুখী কৃষকসমাজ; অথচ প্রধানমন্ত্রী অবিচল।

২০২০-২১ সালের আন্দোলনের সময় জনপ্রিয় রাজনৈতিক ধারণা ছিল, এই আন্দোলন পশ্চিমাঞ্চলসহ গোটা উত্তর প্রদেশে বিজেপিকে ব্যাপক ধাক্কা দেবে। অথচ দেখা গেল, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই আবার ক্ষমতায় এল। আগেরবারের তুলনায় ৫৭টি আসন কম পেল ঠিকই, কিন্তু তাতে সরকার গড়তে অসুবিধা হলো না। পশ্চিম-উত্তর প্রদেশে মাত্র ২০টির মতো আসনে বিজেপিকে বেগ পেতে হয়েছিল। ওই ফল এবং গত বছর হিন্দি বলয়ের রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় আসা প্রধানমন্ত্রীর মনোবল ও আস্থা বাড়িয়েছে বিপুলভাবে। বারবার হ্যাটট্রিকের আগাম ঘোষণা করছেন। বিজেপি একাই ৩৭০ আসন পাবে বলছেন। এনডিএ ৪০০ পেরোবে জানাচ্ছেন। বিদেশ সফর শেষে বলেছেন, বিদেশিরাও বিশ্বাস করছে 'আয়েগা তো মোদি হি'।

এ আস্থার পেছনে রয়েছে তাঁদের 'ক্ষুরধার' পরিকল্পনা। স্বামীনাথন ও চরণ সিংকে 'ভারতরত্ন' দিয়ে কৃষকমন জেতার পাশাপাশি তাঁরা জোটে টেনেছেন চরণের নাতি 'ইন্ডিয়া'র জাট নেতা জয়ন্ত চৌধুরীর রাষ্ট্রীয় লোকদলকে। এর আগে নীতীশ কুমারকে দলে টেনে ভেঙে দিয়েছেন 'ইন্ডিয়া'র পাঁজর। ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনকে জেলে ঢুকিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে দলে টানছেন কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেশ বাঘেল, ডি কে শিবকুমার, এম কে স্ট্যালিনদের ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন ডেমোক্লিসের খাঁড়া। রাজনৈতিক সমীকরণ ও ধর্মীয় মেরুকরণ এমনভাবে ঘটাচ্ছেন, যাতে লোকসভা নির্বাচনী বৈতরণি পেরোনোর পথ বাধাহীন হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় দফার কৃষক আন্দোলন সেই গুড়ে বালি দেবে—এমন সন্দেহকে আমল দিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত নন নরেন্দ্র মোদি। আন্দোলন চললেও তিনি হাঁটছেন তাঁর রাস্তায়। নিরুদ্বেগে। *সৌ: প্র: আ: সমাপ্ত...*

প্রথম নজর

মহিষবাথানে আগুনে পুড়ে ছাই ৭টি বাড়ি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার করিমপুর থানার মহিষবাথানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ৭ টি বাড়ি,সাহায্যের আর্তি সর্বশান্ত গ্রামবাসীদের।আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল গ্রামের প্রায় সাতটি বাড়ি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষবাথান এলাকায়।দমকল একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
করিমপুর দুই নম্বর ব্লক প্রশাসনের তরফে সর্বশান্ত পরিবারগুলিকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত লালন সেখ বলেন,আমার এগারোটি ছাগল মরেছে ঘরে ভিতরে রাখা ছিল লক্ষাদিক টাকা বাড়ির ভিটে জমি কেনার জন্য রাখা ছিল দরকারি কাজ বিভিন্ন কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সর্বস্ব হারিয়ে কোলের শিশুকে নিয়ে পথে আশ্রয় নিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা “আমার কিছুই নেই। সরকার না দেখলে কোথায় যাব।”তবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে ইতিমধ্যে খাবার ও ত্রিপল দেওয়া হয়েছে রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে।সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পিচ রাস্তার কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ বিধায়কের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের প্রদীপডাঙ্গা থেকে রামকৃষ্ণপুর মোড় পর্যন্ত বিধায়ক নিয়ামত শেখের উদ্যোগে ডাবলু বি এস আর ডি,এ, এর আন্ডারে তিন কোটি ১০ লক্ষ টাকার ব্যয়ে সাড়ে চার কিলোমিটার পিচ রাস্তার কাজ শুরু হয় দশ দিন আগে সেই কাজ শুরুতেই সঠিক পরিমাণে কাজ না হওয়ার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে চার দিন থেকে কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।
শনিবার হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ তিনি রাস্তার শুভ সূচনা করতে গিয়ে নিজে সারোজমিনে দেখেন রাস্তার শুরুতেই পাইলিং এর কাজ একেবারে নিম্নমানের করা হচ্ছে। যেখানে শালকাঠ ১০ ফুট মাটির তলায় পোতার কথা সেখানে চার থেকে পাঁচ ফুট পোতা রয়েছে। ৬ ইঞ্চি সাল কাঠ দেয়ার কথা থাকলেও সেখানে ৪ ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে। ওই কাজ দেখে বিধায়ক ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা পরিষদের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে সিডিউল অনুযায়ী রাস্তার কাজ করা হোক বলে নির্দেশ দেন। কোন রকম ভাবে দুই নম্বরি কাজ করা যাবে না বলে জানান তিনি। তারপরেই ওই রাস্তার শুভ সূচনা করেন বিধায়ক নিয়ামত সেক। বিধায়ক এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।
এই বিষয়ে জেলা পরিষদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আদিত্য মজুমদার বলেন ঠিকাদার সংস্থাকে বলা হয়েছে নিয়ম মেনে কাজ করার। এদিন উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত সেক, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য জিল্লার রহমান, লাজীনা, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাবউদ্দিন শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মদক্ষ বনমালী সরকার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা।

কেরমানী র.-এর উরস মোবারক খুষ্টিগিরীতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের পাড়ুই থানার অধীন খুষ্টিগিরীতে সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ কেরমানীর ৪৭৭তম উরস মোবারক উপলক্ষে পালিত হচ্ছে নানান কর্মসূচি সেইসাথে বসেছে সম্প্রীতির মেলা। ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশ্বশান্তি কামনায় শুভ্র নিশান উত্তোলন করা হয়। এরপর দৈনন্দিন কর্মসূচি অনুযায়ী রয়েছে ফাতেহা পাঠ,চাদর পোশী, মাজার শরীফ জিয়ারত,ধর্মীয় জলসা, কোরান শরীফ পাঠ, কেরাত পাঠ, নাত শরীফ,সত্যপীর, উর্দু কাওয়ালী, মুর্শিদী গান ও মানবধর্মী বাউল সংগীত। বিশ্ব বিশ্রুত বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সুফি ও সাধক হযরত সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ কেরমানি নেজামী চিশতী(রা.আ.)র উরস মোবারক প্রতি বছর বাংলা ১১ থেকে ১৫ ই ফাল্গুন পাঁচ দিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে। এখানে বীরভূম,মুরশিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিন চব্বিশ পরগনা সহ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামতাড়া, দেওঘর, দুমকা প্রভৃতি জেলা থেকে অগনিত ভক্ত সমাগম ঘটে। জানা যায়, আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক বছর আগে এক সূফির আগমনে ধন্য হয়েছিল এই বঙ্গভূমি। চতুর্দিকে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের জ্যোতির ন্যায়।এই মহান সুফি সাধক বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণের পর তৎকালীন বীরভূমের সেনভূম পরগনার জঙ্গলে এসে উপনীত হন।যা এখন খুষ্টিগিরি দরগা শরীফ নামে পরিচিত।তিনি বয়ে আনেন নিঃস্ব ও নির্যাতিত মানুষের জন্য মুক্তির বার্তা। পথ হারা মানুষের জন্য সঠিক পথের সন্ধান। দুর্ভাগা মানুষের জন্য সৌভাগ্যের পরশমণি। উরসের উদ্যোক্তারা জানান, এই সূফি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সা.-এর বংশধর। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) এর অন্যতম উত্তরাধিকারী বলে দাবি। সবথেকে বড় পরিচয় তিনি এক মহান সূফি সাধক। আজও সেই সূফি সাধক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে বাবা শাবদুল্লাহ কেরমানী নামে অমর হয়ে আছেন। এক সাক্ষাৎকারে কথাগুলি শোনালেন মাজার শরীফের শীর্ষ সেবক তথা মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদানশীন সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান কেরমানী নেজামী চিশতী।

নির্মীয়মান রাস্তার দূষণে জেরবার এলাকাবাসী, পথ আটকে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নির্মীয়মান রাস্তার দূষণে জেরবার এলাকাবাসী, দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবীতে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক। বেশ কিছুদিন ধরে সেই সড়ক নতুন করে তৈরীর কাজ চলছে। আর তাতেই ধুলোয় ঢাকা পড়েছে গোটা এলাকা। ধুলোয় ঢাকা গ্রামে শ্বাস নেওয়াই যেন দায় হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীদের। এই পরিস্থিতিতে গ্রামে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখ। অবিলম্বে দূষন নিয়ন্ত্রণের দাবীতে এবার রাস্তায় নেমে এলেন সিমলাপাল থানার চকবাইদ গ্রামের মানুষ। রাস্তা অবরোধ করে রেখে চলল গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।
সম্প্রতি বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক নতুন করে নির্মাণের পাশাপাশি আরো প্রশস্ত করার কাজে হাত লাগিয়েছে পূর্ত দফতর। গোটা রাস্তা খুঁড়ে তুলে ফেলা হয়েছে পুরানো রাস্তার খোলনলচে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে সেই কাজ। নিয়ম অনুযায়ী রাস্তায় এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে লোকালয় ও লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত জল ছিটাতে হয় সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থাকে। কিন্তু এই রাস্তার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর তার ফলে রাস্তা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ঢাকা পড়ছে ধুলোয়। নির্মীয়মান ওই ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে যানবাহন। আর তাতেই রাস্তার ধুলো উড়ে গিয়ে স্থানীয় এলাকার বাড়ি, ঘরদোর থেকে শুরু করে জামাকাপড় ও গাছের পাতায় বসছে ধুলোর পুরু আস্তরণ।
ধুলোয় এলাকা এমনভাবে ঢাকা পড়ছে যে ওই রাস্তা দিয়ে দিনের বেলাতেও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় হেড লাইট জ্বেলে যাতায়াত করতে হচ্ছে বিভিন্ন যানবাহনকে। দিনভর ধুলো ভর্তি বাতাসে শ্বাস নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশু ও বয়স্করা। অবিলম্বে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবার তাই কোমর বেঁধে রাস্তায় নামলেন সিমলাপাল থানার চকবাইদ গ্রামের মানুষ। বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রেখে তাঁদের দাবী রাস্তা তৈরীর কাজ যতদিন চলবে ততদিন দূষণ নিয়ন্ত্রণে বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থাকে রাস্তায় জল ছিটাতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর সিমলাপাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আস্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেও গ্রামবাসীদের হুশিয়ারি সোমবারের মধ্যে দাবী পূরণ না হলে ফের সোমবার লাগাতার অবরোধ শুরু করবেন তাঁরা।

লোকসভা ভোটের আগে সিউড়িতে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ২০২৪ এর লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের রণকৌশল ঠিক করে মাঠে ময়দানে অবতীর্ণ।সেইসাথে শুরু হয়েছে ঘর ভাঙা গড়ার খেলা।অনুরূপ রবিবার সিউড়ি শুক্লা ভবনে দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দুবরাজপুর ও খয়রাসোল ব্লক এলাকার দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে একটি সংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।সেখানে বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদের হাত ধরে খয়রাশোল ব্লক এলাকার দশটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে বলে সংগঠনের দাবি।এদিনের বৈঠকে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের মধ্যে এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহনের আহ্বান জানানো হয়। দেওয়াল বুকিং থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো পাড়া বৈঠকের উপর জোর দেওয়া হয়। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রের বিজেপির সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখে আন্দোলন জারি থাকছে বলে বৈঠকে আভাস দেন। উভয় দল ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট রাজনীতি করছে বলে বক্তব্যে তুলে ধরেন।
বীরভূম জেলার বুকে কংগ্রেস দলকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস জারি থাকবে বলে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন উপস্থিত জেলা নেতৃত্ব।
এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদ,জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল শেখ, জেলা কার্যকরী সভাপতি চঞ্চল চ্যাটার্জী,সিউড়ি শহর কংগ্রেস সভাপতি মোর্শেদ রেজা, যুব কংগ্রেসের সিউড়ির মহকুমা কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ আজাদ ইমাম প্রমুখ নেতৃত্ব। উল্লেখ্য জাতীয় কংগ্রেসের খয়রাসোল ব্লক সভাপতি হিসেবে জাকির খান এবং দুবরাজপুর ব্লক সভাপতি হিসেবে সেখ আলিম কে সদ্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাংগঠনিক পরিচালনার জন্য বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়।

কাজলের গ্রামে গিয়ে বিজেপিকে তুলোধনা পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর

আমীরুল ইসলাম ● পাপুড়ি

আপনজন: বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের বাসভবন পাপুড়িতে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজ্বাদা ত্বহা সিদ্দিকী। তিনি বলেন, মুখে ঘোমটা দিয়ে কিছু মহিলাকে ভাড়া করে বলানো হচ্ছে ধর্ষণ করা হয়েছে। নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রের শাসকদল। এই মুহূর্তে আগুনে জল না ঢেলে ঘি ঢালছে বিজেপি। পীরজাদা কাজল শেখের অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিলেন এবং তার সুস্থতা কামনা করলেন।
সন্দেশখালি নিয়ে ত্বহা বলেন, আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশ নিয়ে আদা জল খেয়ে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পড়ে রয়েছেন। আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, প্রথমে ইডি, তারপর বিজেপি, আর কিছু গদি মিডিয়া গিয়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। তিলকে তাল করা হয়েছে। আমরা আগুন নিভাতে চাই ওরা লাগাতে চাই। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে কার্যত সন্দেশখালি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ত্বহা সিদ্দিকী বলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর থেকে জাতি নিয়ে কোন ভেদাভেদ ছিল না। বিজেপি সরকারে এসে সম্প্রীতি নষ্ট করছে। পশ্চিমবাংলায় হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা লাগনের চেষ্টা চালাচ্ছে আরএসএস এবং বিজেপি। সন্দেশখালিতে মহিলাদের মুখ ঢেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, বল ধর্ষণ করা হয়েছে। এই মহিলারা আগে কোথায় ছিলেন ? এলাকায় তো পুলিশ প্রশাসন রয়েছে। কেন জানানো হয়নি। আসলে বিজেপি চাইছে অশান্তর পরিবেশ তৈরি করতে।

বাঘ সংকল্প শীর্ষক অনুষ্ঠান পাখিরালয়ে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গোসাবা

আপনজন: সুন্দরবনের বন্যপ্রাণ রক্ষায় বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে শের নামে একটি সংস্থা বেশ কয়েকটি সংস্থাকে সাথে নিয়ে।এই সংস্থার উদ্যোগে রবিবার সুন্দরবনের গোসাবা বিধানসভার পাখিরালার বাবলাতলায় বাঘ সংকল্প শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন শের সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তথা ওয়াল্ড লাইফের সদস্য জয়দীপ কুন্ডু, অধ্যাপক সম্রাট চক্রবর্তী, অধ্যাপক সাম্যদেব বসু সহ আরো অনেকে।এই সংস্থা ইতিমধ্যে পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের শিশুদের জন্য একাধিক কাজ করে চলেছে।বাঘরোল, মেছোবিড়াল সহ বাঘের উপর সচেতনতা মূলক কাজ করে চলেছে তাঁরা।পাশাপাশি সুন্দরবনের মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেছে তাঁরা।ডিজিটাল ক্লাস রুম, কম্পিউটার শিক্ষা সহ হাতে কলমে বিভিন্ন প্রশিক্ষন দিচছে। এদিন মেছো বিড়াল, খটাস, বাঘরোল থেকে যাতে মানুষ সচেতন হয়। তাদেরকে যাতে অহেতুক মেরে ফেলা না হয় সেদিকের ওপর আলোকপাত করা হয়।

শেখ শাহজাহানের আগাম জামিনের তারিখ পিছতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: ২৮ জানুয়ারি শেখ শাহজাহান আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন বারাসত আদালতে । ২৬ ফেব্রুয়ারি তার আগাম জামিনের শুনানির দিন ধার্য হয়েছিল।
এদিকে আইনজীবী যুগল কিশোর মন্ডল ও অমল সাঁধুখা মারা যাবার কারণে বারাসাত আদালতে সোমবার পেন ডাউন। কোন আইনজীবীরাই কাজ করবেন না। সে ক্ষেত্রে শেখ শাহজাহানের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানির তারিখ পরিবর্তন হতে পারে এমনটাই আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে।
তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি শেখ শাহজাহানের আইনজীবী বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এই মামলা করানোর জন্য আবেদন করে সে ক্ষেত্রে বার অ্যাসোসিয়েশন কনসিডার করলেও করতে পারে।
এদিকে, জমি দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত সন্দেশখালি ব্লক সভাপতির পদ থেকে অজিত মাইতিকে সরিয়ে দিল তৃণমূল। অজিত মাইতিকে সরিয়ে দুজনকে কনভেনার করল দল । দলীয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য পার্থ ভৌমিক।শেখ শাহজাহান যত সময় গ্রেপ্তার না হচ্ছে তত সময় আন্দোলন থামাবেন না বলে জানাচ্ছেন এলাকার মহিলারা।পুলিশকে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ চলে এলাকার মহিলাদের।মন্ত্রী সুজিত বসু আসার আগেই শাড়ি হাতে সন্দেশখালিতে মহিলাদের বিক্ষোভ ।মন্ত্রী আসলে শাড়ি পরে বসে থাকুন দাবি মহিলাদের। অন্যদিকে, সন্দেশখালির উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ২১ দিনের মাথায় সন্দেশখালিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধি দল। শনিবারই বিকেলে তারা দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন। রবিবার সকালে তারা বাসন্তী হাইওয়ে ধরে সন্দেশখালি যাওয়ার জন্য হোটেল থেকে বেরোলে ভোজের হাটেই আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ জানায় ওই সব অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি আছে বলে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে ধামাখালি জেটি ঘাটের দিকে যেতে দেওয়া হবে না। তখনই পুলিশের সঙ্গে ফ্যাট ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদের শুরু হয় বাগ বিতান্ডা। বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যদের অভিযোগ সন্দেশখালি নির্যাতিত মানুষদের অভাব অভিযোগ সোনা এবং সুরাহা করার জন্য তারা সন্দেশখালি যাচ্ছিলেন। কিন্তু সন্দেশখালি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরেই পুলিশ তাদের আটকে দেয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে জন্ম নিল দুটি হরিণ ছানা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে জন্ম নিল দুটি হরিণ ছানা। বর্তমানে এই ডিয়ার পার্কে হরিণের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২ ।গত সপ্তাহে এই দুটি হরিণ ছানা পার্কে জন্ম নিয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর।ভালো রয়েছে দুই মা হরিনও।হরিণ শাবক দুটি র প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে ব্লক সূত্রে খবর।
বিডিও এবং অন্যান্য ব্লক আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানেই ডিয়ার পার্কে শান্ত পরিবেশে বেড়ে উঠছে এই নতুন জন্ম নেওয়া শাবক দুটি।নিয়মিত ওদের পশু চিকিৎসকদের দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হচ্ছে।খাবার সাথে সাথে ওদের প্রয়োজনীয় হেলথ সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে।ওই শাবকের নজরদারির জন্য সবসময় এর কেয়ার টেকার রাখা হয়েছে।ডিয়ার পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেয়ার টেকাররা জানাচ্ছেন মায়ের দুধ ছাড়াও এরা কচি ঘাস ও চালের গুঁড়ো খেতে অভ্যস্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে।আমরা দিন-রাত এদের দেখার সময় কাজে নিযুক্ত রয়েছি।বিডিও এসে দুবেলা খোঁজ নিচ্ছে।এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস পাল জানালেন,এই পার্কটির উন্নতি নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।অবসরে পশুপাখিদের নিয়ে আমার এখানে সময় কাটে।সম্প্রতি এন আর ই জি এস এ প্রকল্পের মাধ্যমে এই উদ্যানটির আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে।

জন্মদিনে রক্তদান শিবির

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরদিঘী থানার বাড়ালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা রিয়া মন্ডলের জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলপাড়া যুব সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে এবং সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন।
পাঁচ মহিলা সহ মোট ৪০ জন রক্তদান করেন এই শিবিরে।
রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তা দম্পতি তরণী মন্ডল ও রিয়া মন্ডল একসঙ্গে রক্তদান করেন এই শিবিরে। উৎসাহ জোগাতে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
এ বিষয়ে জানানো হয় কর্মসূচিতে বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক সঞ্জীব দাস সহ তার সংস্থার সদস্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পড়ুয়াদের সংবর্ধনা প্রদান মঙ্গলকোটে

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও এপিজে আব্দুল কালামের স্মৃতির স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয়।মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো কৃতিমুখ সম্মাননা।মঙ্গলকোটের শিমুলিয়া দু'নম্বর অঞ্চলে রয়েছে সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাইস্কুল ও দুটি কলেজ মোট ৯০ জন ছাত্রছাত্রীকে সম্মান জানালেন কৃতিমুখ সংস্থা।যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তাদেরকে একটি ট্রফি ও মানপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়।উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ, শিমুলিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী সাহা, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী মোজাম্মেল হক।পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল এই কমিটি।

ডা.প্রকাশ মল্লিকের ফ্রি স্বাস্থ্য শিবির

সলমান হেলাল ● কাকদ্বীপ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ও নামখানার মধ্যবর্তী এলাকা দুর্গানগর গ্রামে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়, হোমিও চিকিৎসা শিবির উক্ত চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন,ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির আন্তর্জাতিক সভাপতি ডক্টর প্রকাশ মল্লিক, ও ডাক্তার পার্থ সারথি মল্লিক উক্ত শিবিরে প্রায় ২০০ও বেশি মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়, স্থানীয় চিকিৎসক মহিম বক্সের বাড়িতে সারাদিনব্যাপী এই শিবির চলেশিবিরে সার্বিক সহযোগিতায় ছিল বাকচর্চা প্রকাশনী।

আদিবাসী স্কুল ছাত্রীর বাড়িতে তৃণমূল নেতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুরাতন মালদহের আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রী ধর্ষিতা করে খুন হয়েছিল । ওই আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রবিবার মালদহ জেলার তৃণমূলের কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, পুরাতন মালদহ পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ , আদিবাসী এস টি সেলের সভাপতি চুনিয়া মুরমু সহ অন্যান্যরা। দেখা করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। কিছু আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার অবজারভার সামিম আহমেদ এর ব্যবস্থাপনায় সাংগঠনিক মিটিং আশাপুর ৩৭ নম্বর বুথে।
ছবি: বাইজিদ মণ্ডল

১১৮ মিনিটে ফন ডাইকের গোল, চেলসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল ১-০ চেলসি
২ বছর আগেও ইংলিশ লিগ কাপের (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত) ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল লিভারপুল-চেলসি। সেবার নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং এরপর অতিরিক্ত সময় পেরিয়েও কোনো গোল না হওয়ায় খেলা গড়িয়েছিল টাইব্রেকারে। ২১ শটের ‘ম্যারাথন’ সেই টাইব্রেকার ১১-১০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল।
আজ দুই দলের আরেকটি লিগ কাপ ফাইনালও সে পথেই এগোচ্ছিল। নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়ও গোলবন্ধ্যাত্বেই কাটতে যাচ্ছিল। লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে আসা ৮৯ হাজার ছুঁই ছুঁই দর্শকের অনেকে নিশ্চয় আরেকটি রোমাঞ্চকর পেনাল্টি শুটআউট দেখার অপেক্ষাতে ছিলেন।
কিন্তু সেই রোমাঞ্চে জল ঢেলে দিলেন ভার্জিল ফন ডাইক, এতে চেলসি সমর্থকদের হৃদয়েও রক্তক্ষরণ হওয়ার কথা। ম্যাচের ১১৮ মিনিটে অধিনায়ক ফন ডাইকের গোলেই যে চেলসিকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল লিভারপুল। নিজের বিদায়ী মৌসুমে ইয়ুর্গেন ক্লপ জিতে নিলেন তাঁর প্রথম শিরোপা। এ জয়ে প্রথম ক্লাব হিসেবে রেকর্ড ১০ বার লিগ কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তিও গড়ল অলরেডরা।
এ মৌসুমে লিভারপুলের চোটের তালিকা এমনিতেই লম্বা। ফাইনালের আগে এ তালিকায় উঠে গেছে দারুণ ছন্দে থাকা ফরোয়ার্ড দারউইন নুনিয়েজ ও প্রাণভোমরা মোহাম্মদ সালাহর নাম। আজকের ফাইনালে তাঁদের কাউকে পাওয়া যাবে না, সেটা ভালো করেই জানতেন ফন ডাইক। তবু এ ম্যাচ জেতার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারণ, কোচ ক্লপকে বিদায়ী মৌসুমে সম্ভাব্য ৪ শিরোপাই (ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ ও উয়েফা ইউরোপা লিগ) উপহার দেওয়া। লিগ কাপ জিতে যার প্রথমটি ক্লপের হাতে তুলে দিলেন ফন ডাইকই। ১১৮ মিনিটে বদলি কস্তাস সিমিকাসের কর্নার থেকে ফন ডাইক যেভাবে মাথা ছুঁয়ে বল জালে পাঠালেন, তা চেলসি গোলকিপার দোর্দে পেত্রোভিচের চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না।
আলোনসোর প্রশংসা ক্লপের
৬৪ বছরের লিগ কাপ ইতিহাসে এটাই একবিংশ শতাব্দীতে হওয়া ফাইনালে সবচেয়ে দেরিতে পাওয়া জয়সূচক গোল। আসরের ফাইনালে সবচেয়ে দেরিতে করা গোলটা অ্যাস্টন ভিলার ব্রায়ান লিটলের। ওয়েম্বলিতেই ১৯৭৭ সালের ফাইনালে এভারটনের বিপক্ষে ১১৯ মিনিটে গোল করে ভিলাকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন লিটল।
লিভারপুল অবশ্য নির্ধারিত সময়েই ম্যাচ জিতে নিতে পারত। ৬০ মিনিটে হেডেই গোল করেছিলেন ফন ডাইক। কিন্তু অ্যান্ডি রবার্টসন ডি বক্সে বল ক্রস করার সময় ওয়াতারু এন্দো অফসাইডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভিএআর যাচাইয়ের পর গোলটি বাতিল করেন রেফারি ক্রিস কাভানাঘ।
লিভারপুলের চোটের তালিকা আরও লম্বা হয়েছে আজ রায়ান গ্রাভেনবার্চ স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়ায়। ২৩ মিনিটে গ্রাভেনবার্চকে বাজেভাবে ট্যাকল করেন চেলসির মোইসেস কাইসেদো। ব্যথায় কাতর লিভারপুল মিডফিল্ডার আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন জো গোমেজ।
প্রথমার্ধে এগিয়ে যেতে পারত চেলসিও। ৩২ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের ক্রস থেকে বল পেয়ে দারুণ এক গোল করেছিলেন রাহিম স্টার্লিং। কিন্তু তাঁর গোলটিও অফসাইডে বাতিল হয়।
পুরো ম্যাচে দুই দল লক্ষ্যে শট নিয়েছে মোট ২০টি, এর মধ্যে চেলসির কনোর গ্যালাগার আর লিভারপুলের কোডি গাকপোর শট বারে লেগে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত ফন ডাইকই ব্যবধান গড়ে দিলেন।

পাক-ভারত মহারণের বাকি সাড়ে ৩ মাস

টিকিটের জন্য এখনই হাহাকার

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ হয় না অনেকদিন। দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াই সীমাবদ্ধ তাই এসিসি ও আইসিসি ইভেন্টে। এসব ইভেন্টের সূচিও এমনভাবে করা হয় যাতে নিশ্চিতভাবে মুখোমুখি হতে পারে দুদল। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে আছে ভারত-পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে আগামী ৯ জুন নিউইয়র্কের নবনির্মিত নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুদল। ম্যাচের বাকি এখনো সাড়ে তিন মাসেরও বেশি সময়। তবে ম্যাচটির টিকিট নিয়ে এখনই তৈরি হয়েছে হাহাকার। ম্যাচটি দেখতে ধারণ ক্ষমতার ২০০ গুণ বেশি আবেদন পড়ার কথা জানিয়েছে আইসিসি। গতপরশু বিশ্বকাপের ১০০ দিনের ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে আরও আগে। অগ্রিম টিকিট কিনতে সর্বাধিক চাহিদা ছিলো ৯ জুনের ম্যাচে। টিকিট কিনতে আবেদন পড়েছে ১৬১ দেশ থেকে, আবেদন করেছেন ৩০ লাখ মানুষ। দামি তিন ক্যাটাগরির টিকিট ছাড়া হয়েছিল। বাংলাদেশের টাকার মূল্যে সর্বনিম্ন ১৯ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৪৩ হাজার টাকার দামের টিকিট ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। যে পরিমাণ চাহিদা আছে তা ধারণক্ষমতার ২০০ গুণ বলে জানান আয়োজকরা। বার্তা সংস্থা এএফপিকে যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী ব্রেট জোন্স তুলে ধরেছেন মানুষের বিপুল আগ্রহ, ‘যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার ভারত-পাকিস্তান লড়াই হবে। এটা নিয়ে মানুষের আগ্রহ বিপুল, এটা খুব চমৎকার একটা ব্যাপার।’

৫৬-তেই চলে গেলেন মিলার ঝড়ের সেই ম্যাচের আম্পায়ার

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের মার্চে আম্পায়ারিংকে বিদায় বলেছিলেন। এরপর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করছিলেন। এক বছর না যেতেই এবার পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন শন জর্জ।
গত বৃহস্পতিবার স্ট্রোক করেছিলেন জর্জ। গেবেখার একটি হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। গতকাল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকান এই আম্পায়ার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।
আজ জর্জের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার (সিএসএ) প্রধান নির্বাহী ফোলেটসি মোসেকি। তিনি বলেছেন, ‘শনের আকস্মিক প্রস্থান দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। যাঁরা তাঁকে জানার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন, সবাই তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করবেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও মহত্ত্ব সবাই ভীষণ মিস করবেন।’
ছেলেদের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ১১০ ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জর্জ। আর ছেলেদের তিন সংস্করণ মিলিয়ে টিভি আম্পায়ার ছিলেন ২২ ম্যাচে। সব মিলিয়ে মেয়েদের ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ৪৭ বার।
আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারে জর্জের উল্লেখযোগ্য ম্যাচগুলোর একটি ২০১৭ সালে লর্ডসে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল। ওই ম্যাচে ভারতকে ৯ রানে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্বাগতিক ইংল্যান্ড।
এ ছাড়া ২০১৭ সালের বাংলাদেশের বিপক্ষে ডেভিড মিলারের ৩৫ বলে সেঞ্চুরির ম্যাচটিও মাঠের আম্পায়ার হিসেবে পরিচালনা করেন। ওই ম্যাচেই মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের এক ওভারে ৫ ছক্কা মেরেছিলেন মিলার। ৩৫ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে সে সময় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি রেকর্ডও গড়েছিলেন। গত বছর চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করে মিলারের রেকর্ড ভেঙে দেন নেপালের কুশল মাল্লা। খেলোয়াড়ি জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্টার্ন প্রভিন্স ও ট্রান্সভালের হয়ে ১৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন জর্জ। করেছেন ২৩০ রান, নিয়েছেন ২৯ উইকেট। গত ৮ ফেব্রুয়ারি জর্জের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক আম্পায়ার মারে ব্রাউন মারা যান। মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে চলে গেলেন জর্জও।
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে আম্পায়ারের দায়িত্বে শন জর্জ।
২০১৭ সালের ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচেই ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ডেভিড মিলার বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে আম্পায়ারের দায়িত্বে শন জর্জ।
শন জর্জের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আইসিসির সাবেক ম্যাচ রেফারি দেবদাস গোবিন্দজি বলেছেন, ‘আমি বহু বছর শনের সঙ্গে কাজ করেছি। তাকে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার হতে দেখেছি। প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম এবং সিদ্ধান্ত জানানোর ক্ষেত্রে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এই গুণগুলোই আইসিসির অনেক টুর্নামেন্টে তাকে ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ করে দিয়েছিল।’
এ ছাড়া জর্জের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রেকর্ড পাঁচবার আইসিসি বর্ষসেরা আম্পায়ারের খেতাব জয়ী সাইমন টফেল।

স্যুটকেসের ওপর বসে দল পরিচালনা করে চাকরি হারালেন টুখেল

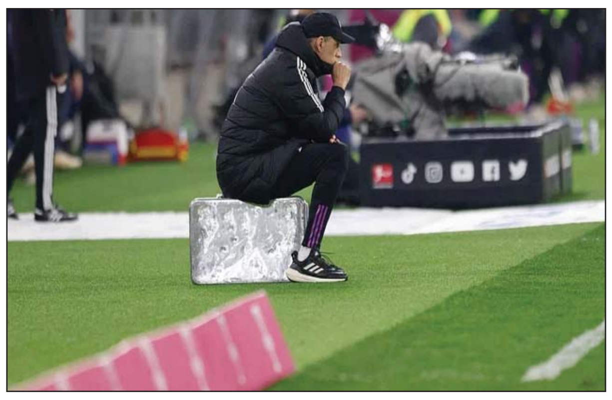

আপনজন ডেস্ক: আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গতকাল বায়ার্ন মিউনিখ ও লাইপজিগ দলের সবাই ঢোকার পর ম্যাচ শুরুর আনুষ্ঠানিকতা সেরে ডাগআউটে গিয়ে চেয়ারেই বসেছিলেন টমাস টুখেল। কিন্তু ম্যাচ শুরুর খানিক পর তাঁকে দেখা গেল ডাগআউটের চেয়ারের সামনে রুপালি রঙের একটা বাক্সের মতো কিছুতে বসতে।
একটু ভালো করে দেখার পর স্পষ্ট হলো—বায়ার্ন মিউনিখের কোচ টুখেল আসলে রুপালি রঙের একটি স্যুটকেসের ওপর বসেছেন। কেন তিনি একটি স্যুটকেসের ওপর বসেছেন, এটা বুঝতে হলে দিন পাঁচেক পেছনে যেতে হবে। চলতি মৌসুমে বুন্দেসলিগার শিরোপা-লড়াইয়ে অনেকটাই পেছনে পড়ে গেছে সর্বশেষ ১১ বারের চ্যাম্পিয়নরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৩ ম্যাচ হারার পর গত বুধবার বায়ার্ন ঘোষণা দেয়, মৌসুম শেষে টুখেলকে বিদায় করে দেবে তারা। বায়ার্নের সঙ্গে টুখেলের চুক্তি ছিল ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। কিন্তু দল আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় তাঁকে আগেই বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে মজা করতেই টুখেল অমন কাজ করেছেন। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে প্রসঙ্গটি তোলেন সাংবাদিকেরা।
বুন্দেসলিগায় গতকালের ম্যাচে অবশ্য হ্যারি কেইনের জোড়া গোলে লাইপজিদের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে বায়ার্ন। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে বায়ার্নে চাকরি চলে যাওয়া এবং স্যুটকেসে বসা প্রসঙ্গে মজাই করেছেন টুখেল।
সংবাদ সম্মেলনে জার্মান কোচ বলেছেন, ‘আমি এটা বিশেষভাবে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। এটা অ্যালুমিনিয়ামের একটা স্যুটকেস। আমার সব জিনিসপত্র এটার ভেতরে আছে। এটা এরই মধ্যে গোছানো হয়ে গেছে।’
মৌসুম শেষে বায়ার্ন মিউনিখ ছাড়বেন টমাস টুখেল
মৌসুম শেষে বায়ার্ন মিউনিখ ছাড়বেন টমাস টুখেলরয়টার্স
টুখেল এ কাজ করে যেন চিরন্তন সেই সত্যই মনে করিয়ে দিলেন—কোচদের ব্যাগ সব সময় গোছানোই থাকে! কখন কীভাবে চাকরি যাবে, সে তো আর বলা যায় না! অথবা এমনও তো হতে পারে—হঠাৎ কোনো দল থেকে এসেছে নতুন কোনো প্রস্তাব।

চ্যাম্পিয়ন আইপিএল, তলানিতে বিপিএল

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটে বাণিজ্যিকীকরণ বেড়ে যাওয়ায় এখন বছরের বেশির ভাগ সময় ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগগুলো দখল করে রেখেছে। অর্থের ঝনঝনানির কারণে ক্রিকেটাররাও এসব লিগের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ক্রিকেটার ও ফ্রাঞ্চাইজি মালিকদের আকৃষ্ট করতে প্রাইজমানিও (অর্থ পুরস্কার) দিন দিন বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি শেষ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আসর এসএ টোয়েন্টি। টুর্নামেন্টে দক্ষিণ

আফ্রিকান মুদ্রায় ৭ কোটি র‍্যান্ড অর্থ পুরস্কার দিয়েছে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৪০ কোটি টাকার কিছু বেশি। এরই মধ্য দিয়ে ফ্রাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগগুলোর সর্বোচ্চ প্রাইজমানির তালিকায় দুইয়ে উঠে এল এসএ টোয়েন্টি। আইপিএলের পরেই এখন এসএ টোয়েন্টির অবস্থান।
অর্থবিত্তের দিক থেকে বিসিবি বিশ্বের পঞ্চম ধনী ক্রিকেট বোর্ড হলেও সংস্থাটি আয়োজিত বিপিএল তালিকায় শীর্ষ পাঁচেও নেই। প্রাইজমানির দিক থেকে বিপিএলের অবস্থান নয়ে। গত ১৯ জানুয়ারি শুরু হওয়া বিপিএলের দশম আসর এখন শেষের পথে।

জুরেলে নতুন ধোনি দেখতে পাচ্ছেন গাভাস্কার

আপনজন ডেস্ক: বাবা নেম চাঁদ ভারতের হয়ে কারগিল যুদ্ধে লড়েছেন। ছেলে ধ্রুব জুরেলও এবার দেশের হয়ে লড়লেন। তবে যুদ্ধের ময়দানে নয়, ক্রিকেট মাঠে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাঁচি টেস্টে নিজেদের প্রথম ইনিংসে একসময় ১৭৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। এরপর লেজের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ভারতকে একাই টেনেছেন জুরেল। মাত্রই দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা জুরেলের ক্যারিয়ারসেরা ৯০ রানের লড়াকু ইনিংসে ভর করেই ৩০০-এর গণ্ডি পেরিয়েছে রোহিত শর্মার দল।
আজ ভারতের ইনিংসের শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে জুরেল আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, এমনকি আম্পায়ার রড টাকারও করতালি দিয়েছেন; সতীর্থরা তো পিঠ চাপড়ে দিয়েছেনই। এই সিরিজে ধারাভাষ্যকারের দায়িত্বে থাকা কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারও তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।
রাঁচি ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মশহর। ২৩ বছর বয়সী জুরেল আবার ধোনির মতোই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। ধোনির শহরে জুরেলকে এমন পারফর্ম করতে দেখে হয়তো ধোনির কথাই মনে পড়েছে গাভাস্কারের। সে কারণে জুরেলের মধ্যে তিনি পরবর্তী ধোনি হওয়ার সব রকম প্রতিভা দেখতে পাচ্ছেন।

ফুলহামের কাছে ২১ বছর পর হেরে টেন হাগ বললেন ‘সঠিক পথেই আছি আমরা’

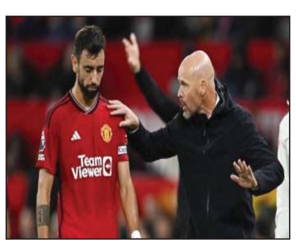

আপনজন ডেস্ক: সময়টা ভালোই কাটছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সাত ম্যাচ ছিল অপরাজিত। দারুন ছন্দে থাকার দলটি নিয়ে আশা-প্রত্যাশাও বেড়ে গিয়েছিল সমর্থকদের। কিন্তু গতরাতে ফুলহামের কাছে ২-১ গোলে হেরে আবারো বিবর্ণ রেড ডেভিলরা।
অবশ্য হারের পরও এরিক টেন হাগ বলছেন, সঠিক পথেই আছে তার দল।
২০০৩ সালের পর ওল্ড ট্রাফোর্ডে ফুলহামের কাছে কোন ম্যাচ হারল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর গত ৬১ বছর এটি দ্বিতীয় হার। এই হারে শীর্ষ চারে থাকার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল। ২৬ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট তালিকার ছয়ে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। চারে থাকা অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট ৫২। অবশ্য টেন হাগ বলছেন, তার দল সঠিক পথেই আছে,’এটা শুধু একটি হার। তবে এই হারে ভবিষ্যতে ছবি দেখতে পাচ্ছি, যেটা খুবই ভালো অবস্থায় আছে। অবশ্যই আমরা সঠিক পথে আছি। যখন চোট কাটিয়ে সবাই ফিরবে তখন আরো ভালো দল হয়ে উঠব আমরা।’
মৌসুমের শুরু থেকেই দলে চোটে পড়া খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়েছে। টানা ৬ ম্যাচ গোল করা রাসমুস হইলুন্দ ছিটকে গেছেন চোটের কারণে। লুক শ আছেন বাইরে। গত ম্যাচে মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন কাসেমিরো। সবাই ফিরলে দলের ভারসাম্য বাড়বে মনে করেন টেন হাগ,’যখন সবাই ফিরে আসবে তখন দলের ভারসাম্য বেড়ে যাবে। এছাড়া দলবদলের সময় ভালো খেলোয়াড় দলে ভিড়িয়ে স্কোয়াডের শক্তি বাড়াতে হবে।’

রিয়ালের জয়সূচক গোলটি করার পর মদরিচকে নিয়ে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস। নিজেদের মাঠে ৮১ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ান এই প্লেমেকারের দুর্দান্ত এক গোলেই সেভিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**